খণ্ড ৭, সংখ্যা ০২

জুলাই ১৬-৩১, ২০২৬

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

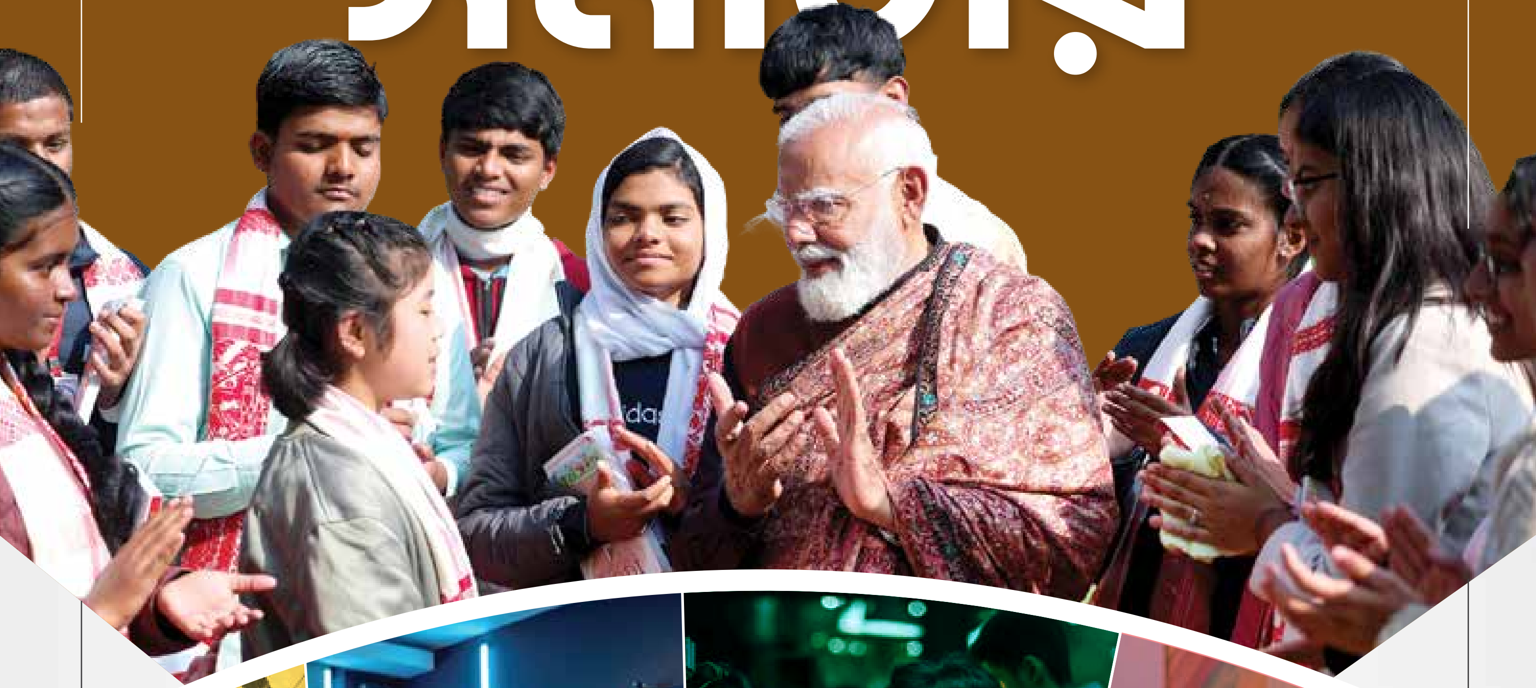

যুবশক্তি

শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতি দেশের যুবশক্তিকে ক্ষমতায়িত করার জন্য এক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। যুব সম্প্রদায়কে শুধুমাত্র সাক্ষর করে তোলাই নয়, তাঁদের দক্ষ, স্বনির্ভর এবং যে কোনো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রস্তুত করাই এর উদ্দেশ্য। যুগোপযোগী জ্ঞানার্জন এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষতা বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এই নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে, ভারতের যুব সম্প্রদায়ের কাছে নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হবে ...

Follow Us @NISPIBIndia

মহাসাগর থেকে মহাকাশ

ভারত আরও বেশি সুরক্ষিত ও স্বনির্ভর হয়ে উঠছে

২০২৬-এর অর্ধেক সময় অতিবাহিত। গত ছ'মাসে দেশের নাগরিকদের অনেক সাফল্য 'মন কি বাত'-এ আলোচিত হয়েছে। জুন মাসের বেশ কিছু সাফল্য প্রতিটি দেশবাসীকে গর্বিত করেছে। এই সাফল্যগুলি মহাসাগর থেকে মহাকাশ – সর্বত্র ভারতকে সুরক্ষিত ও স্বনির্ভর করে তুলেছে। বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১৩৫তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল ...

- **নৌ-বাহিনী :** সম্প্রতি কলকাতায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস সংশোধক এবং আইএনএস অগ্রয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই তিনটি জাহাজের নকশা থেকে নির্মাণ পর্যন্ত – সবকিছুই দেশীয় প্রযুক্তির সাহায্যে হয়েছে।

- **সুরক্ষিত ও স্বনির্ভর :** ডিআরডিও জুন মাসে দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত দূরপাল্লার ভূমি থেকে উৎক্ষেপিত ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা সম্পাদন করেছে। ডিআরডিও-র বিভিন্ন গবেষণাগার এবং কয়েকটি ভারতীয় শিল্প সংস্থা যৌথভাবে এই ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, ভারত বর্তমানে সমুদ্র থেকে আকাশ – সর্বত্র তার সুরক্ষা ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করেছে।

- **কর্মসংস্থানের সুযোগ :** 'মেড ইন ইন্ডিয়া' সি-২৯৫ বিমান তার প্রথম উড়ান সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। দেশের মধ্যে এ ধরনের ৪০টি বিমান তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বিমানক্ষেত্র উপকৃত হবে। ফলস্বরূপ, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

- **আন্তর্জাতিক যোগ দিবস :** এ বছর বিশ্বের ২,৫০০টি জায়গায় যোগ দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ নানান জায়গায় এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন।

- **বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ :** জুন মাসে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত ১০২টি সোনা সহ মোট ১১৪টি পদক জিতেছে। পদক তালিকার শীর্ষে রয়েছে ভারত। বিজয়ী প্রতিযোগীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

- **'হাড়গিলে আর্মি' :** আসামে একটি বিরল প্রজাতির পাখির নাম 'হাড়গিলে'।এক সময় এই পাখিটিকে অশুভের প্রতীক বলে বিবেচনা করা হত। তাই, সেগুলিকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। কিন্তু এখন বিভিন্ন গ্রামের পরিচিতি হয়ে উঠেছে এই পাখি। 'হাড়গিলে'কে বাঁচানোর জন্য গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার মহিলা এগিয়ে এসেছেন। তাই আজ তাঁরা 'হাড়গিলে আর্মি' হিসেবে পরিচিত হচ্ছেন।

- **প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ :** নাগাল্যান্ডে উইমেন ফুৎসাল লিগ আমাদের বোনেদের জন্য একটি নতুন সুযোগ নিয়ে এসেছে। তাঁরা তাঁদের প্রতিভার নিদর্শন তুলে ধরতে পারছেন। ফুৎসাল ইন্ডোর ফুটবল হিসেবে পরিচিত। নাগাল্যান্ডের জনগণের এই উদ্যোগের প্রশংসা করি। এই ধরনের প্রয়াস দেশের অন্যত্রও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠবে।

- **নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় :** প্রাচীন যুগের নালদা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্তা হিসেবে নতুন অবতারে আবির্ভূত হয়েছে। দু'বছর আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমাদের প্রাচীন যুগের প্রজ্ঞাকে আবারও বিকশিত করেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়।

- **ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি :** মেঘালয়ে শেকড়ের তৈরি সেতু প্রকৃতির সঙ্গে মানবজাতির সম্প্রীতির নিদর্শনের প্রতিফলন। আমাদের দেশের এবং এই অঞ্চলের ঐতিহ্য এটি। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় এই শিকড়ের তৈরি সেতুকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভারত আবেদন জানিয়েছে।

- **গণপতি বাপ্পা :** আপনাদের বাড়িতে, হাউজিং সোসাইটি অথবা এলাকায় গণপতি বাপ্পার যে মূর্তিটি আরাধনা করবেন, সেটি যাতে আমাদের দেশের মাটি দিয়ে তৈরি হয়, আমাদের স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা যাতে সেটি তৈরি করেন, এই বিষয়গুলি নিশ্চিত করুন। আমি শিল্পীদের অনুরোধ করব, এই মূর্তি নির্মাণের সময় তাঁরা যাতে কাদামাটি ব্যবহার করেন।

'মন কি বাত' শুনতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৭, সংখ্যা ০২ | জুলাই ১৬-৩১, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধারি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুলচাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
অভয় গুপ্ত
সত্যম সিং

১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার'-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভেতরের পাতায় ...

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ছ'বছর আগে ২৯ জুলাই শিক্ষার সম্প্রসারণ, উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগকে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতির সূচনা করা হয়। শিক্ষানীতিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসা হয় তার ফলে আমাদের যুব সম্প্রদায়ের জন্য নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে – যা 'অমৃত পীঢ়ি' হিসেবে পরিচিত। উন্নত ভারতের জন্য এটি হয়ে উঠবে চালিকাশক্তি ··· |১০-২১

দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

যোগ

প্রত্যেকের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলা, সকলকে একত্রিত করা

ভারতের শতাব্দী প্রাচীন যোগের ঐতিহ্য এখন সারা বিশ্বের কাছে নতুন আশা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে |৩০-৩৩

সংবাদ সংক্ষেপ |৪-৫

ব্যক্তিত্ব : কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়
ভারতে প্রথম মহিলা যিনি ডাক্তারি পড়ে এদেশে সকলের চিকিৎসা করেছেন |৬

"প্রগতি" জ্বালানি, শিল্প এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে গতির সঞ্চার করেছে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী "প্রগতি"'র ৭২তম বৈঠকে পৌরোহিত্য করেছেন |৭

'নেশন ফার্স্ট' ভারতের পরিচালন মন্ত্র
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৬-এর রিপাবলিক শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছেন |৮-৯

দিল্লির জন্য ছয়লেন বিশিষ্ট সুড়ঙ্গ, উত্তরপ্রদেশের জন্য নতুন মহাসড়ক
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তসমূহ |২২-২৩

ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে ভারতের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রস্তুতি
পিএম বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার আওতায় ২,৪০০ কোটি টাকা বন্টন করা হয়েছে |২৪-২৫

বাংলা ইতিহাস রচনা করেছে, ভারতের উন্নয়নযাত্রায় গতি এসেছে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পিএম-কিষাণ-এর ২৩তম কিস্তির অর্থ বন্টন করেছেন |২৬-২৭

ওড়িশা প্রগতির দ্বার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে
৪৭,০০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা |২৮-২৯

পদ্ম সম্মান, ২০২৬ : অধ্যবসায় ও অঙ্গীকারের স্বীকৃতি
একটি বিশেষ আয়োজনে দেশের 'নায়ক'দের উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনাবলীর স্বীকৃতি |৩৪-৩৮

ভারত : দক্ষিণী বিশ্বের আশা-আকাঙ্ক্ষার শক্তিশালী কণ্ঠ
পর পর আটবার জি-৭ সম্মেলনে ভারত আমন্ত্রিত |৩৯-৪১

ভারত ও সেশলস-এর মধ্যে সৌহার্দ্যের গৌরবোজ্জ্বল ৫০ বছর
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেশলস-এর জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন |৪২-৪৩

ক্রীড়াক্ষেত্রে মহিলাদের স্বর্ণযুগ : 'খেলো ইন্ডিয়া' থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চ
এফআইএইচ : মহিলাদের হকি জাতীয় কাপ ২০২৬ |৪৪

প্রকাশক : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, **আরএনআই নং:** DELENG/2020/78811

সম্পাদকের কলমে ...

বিকশিত ভারত – অমৃত পীঢ়ির অমৃত সঙ্কল্প

শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন,

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত

অর্থাৎ, ওঠো, জাগো এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না।

স্বামী বিবেকানন্দ যুব সম্প্রদায়কে পথ দেখানোর জন্য কথোপনিষদ থেকে এই মন্ত্রটি তুলে ধরেছেন। আজ বিশ্বের সবথেকে বেশি যুব সম্প্রদায়ের বাস এই ভারতে। এর সুফল আমরা পাচ্ছি। এ দেশের মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশের বয়স ৩৫-এর কম। স্বামীজির এই বাণী আগের থেকে এখন আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

ভারত বর্তমানে ইতিবাচক পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ, ক্রীড়াক্ষেত্র, শিল্পোদ্যোগ এবং উদ্ভাবন – বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের যুব সম্প্রদায় এই পরিবর্তনের শক্তিশালী কাণ্ডারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের কথা বলেন – দরিদ্র জনসাধারণ, যুব সম্প্রদায়, কৃষক এবং মহিলা – যুব সম্প্রদায়ের সেখানে একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। বিকশিত ভারতের লক্ষ্য পূরণে আমাদের যুব সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

"অমৃত পীঢ়ি"কে স্বীকৃতি দিয়ে বলা যায়, এই যুব সম্প্রদায় শুধু ভবিষ্যতের স্বপ্নই দেখে না : ২০৪৭-এর মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁরা শক্তিশালী ভিত গড়ে তুলছেন। 'বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ'-এর মতো মঞ্চ ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী দেশের এই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন।

গত ১২ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার যুব সম্প্রদায়ের সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে। স্টার্ট-আপ, জনসেবা, ক্রীড়াজগৎ এবং সৃজনশীল শিল্পকলার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের জন্য অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে। আজ ভারতে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্ট-আপ ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে। যুব সম্প্রদায়ের উদ্যোগ ও ক্ষমতার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষাজগতেও এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। শুধুমাত্র শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করাই নয়, শিক্ষাদানের গুণমানও নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই পরিবর্তনে ২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় শিক্ষানীতির ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি হবে ২৯ জুলাই। এই নীতি '২০৪৭ সালে বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন পথ দেখাচ্ছে এবং পুরো ব্যবস্থাপনায় গতির সঞ্চার করেছে। ভবিষ্যতের জন্য 'অমৃত পীঢ়ি'র প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

এছাড়াও এই সংখ্যায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে। এতে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, পদ্ম সম্মান, ভারতীয় মহিলা হকি দল এবং ক্রীড়াবিদদের আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গত একপক্ষকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

পাশাপাশি, এই পত্রিকায় মন কি বাত নিয়ে বিশেষ এক নিবন্ধ লেখা হয়েছে এবং শেষ মলাটে ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে তিনটি অত্যাধুনিক জাহাজের অন্তর্ভুক্তির খবরও রয়েছে।

আপনাদের মূল্যবান মতামত প্রত্যাশা করি

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি সহ ১১টি ভাষায় পত্রিকাটি পড়ুন/ডাউনলোড করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

চিঠিপত্র

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত সহায়ক একটি ম্যাগাজিন

আমি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমার পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এই ম্যাগাজিন অত্যন্ত সহায়ক।

gavidisravani7@gmail.com

এই পত্রিকা আমার জ্ঞান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক

আমি গুজরাটের আমেদাবাদে থাকি। গুজরাট রাজ্য পিসিএস এবং ইউপিএসসি-র পরীক্ষাগুলির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। পিআইবি দৈনন্দিন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের কাছে তুলে ধরে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পদক্ষেপ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। পিআইবি থেকে পাওয়া তথ্য আমার পরীক্ষার প্রস্তুতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েক মাসে আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত ডিজিটাল কপিগুলি পড়েছি। এগুলি পড়ে আমার যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে। আমার মতো অনেক ছাত্রই এই পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক। তবে, আমি ব্যক্তিগতভাবে মোবাইল ফোনে ডিজিটাল কপির পরিবর্তে হাতে নিয়ে বই পড়তে চাই।

jaydevsinhdodiya0611@gmail.com

এই পত্রিকা অত্যন্ত সহায়ক

আমি পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া সদরের রূপেশ খাঁ। আমি একজন সাংবাদিক এবং নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকা আমার জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

rupeshphoto@gmail.com

দুর্দান্ত বিষয়বস্তু এবং অলঙ্করণ

একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সরকারের বিভিন্ন সাফল্য এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়ে জানা যায়। অন্যান্য পত্রিকাগুলিতে সকলে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। আমি একজন স্বাধীন লেখক। তাই, আমি বুঝতে পারি দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছভাবে তথ্য পরিবেশন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রিকার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন উদ্যোগের আন্তরিকভাবে প্রশংসা করি।

বিবেক রঞ্জন শ্রীবাস্তব

apaniabhivyakti@gmail.com

বিভিন্ন তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পত্রিকা

আমি চন্দন বসু, একটি পত্রিকার সম্পাদক। আমার বয়স ৬৬। আমি ই-মেলের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পেয়ে থাকি। বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটি অসাধারণ।

চন্দন বসু

outlineofindia@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩

ই-মেল: response-nis@pib.gov.in

সংবাদ সংক্ষেপে

জাহাজের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের পুনর্ব্যবহারে শীর্ষস্থানে ভারত

ভারত ২০২৫ সালে জাহাজের যন্ত্রাংশের পুনর্ব্যবহারের নিরিখে বিশ্বে প্রথম স্থানে রয়েছে। পুরনো ও বাতিল জাহাজগুলির থেকে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রাংশকে আলাদা করা হয় এই শিল্পে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে এই শিল্পে ২০২৪ সালে ভারতের অংশ ছিল ৩০.১ শতাংশ। ২০২৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫.৪ শতাংশে পৌঁছেছে।

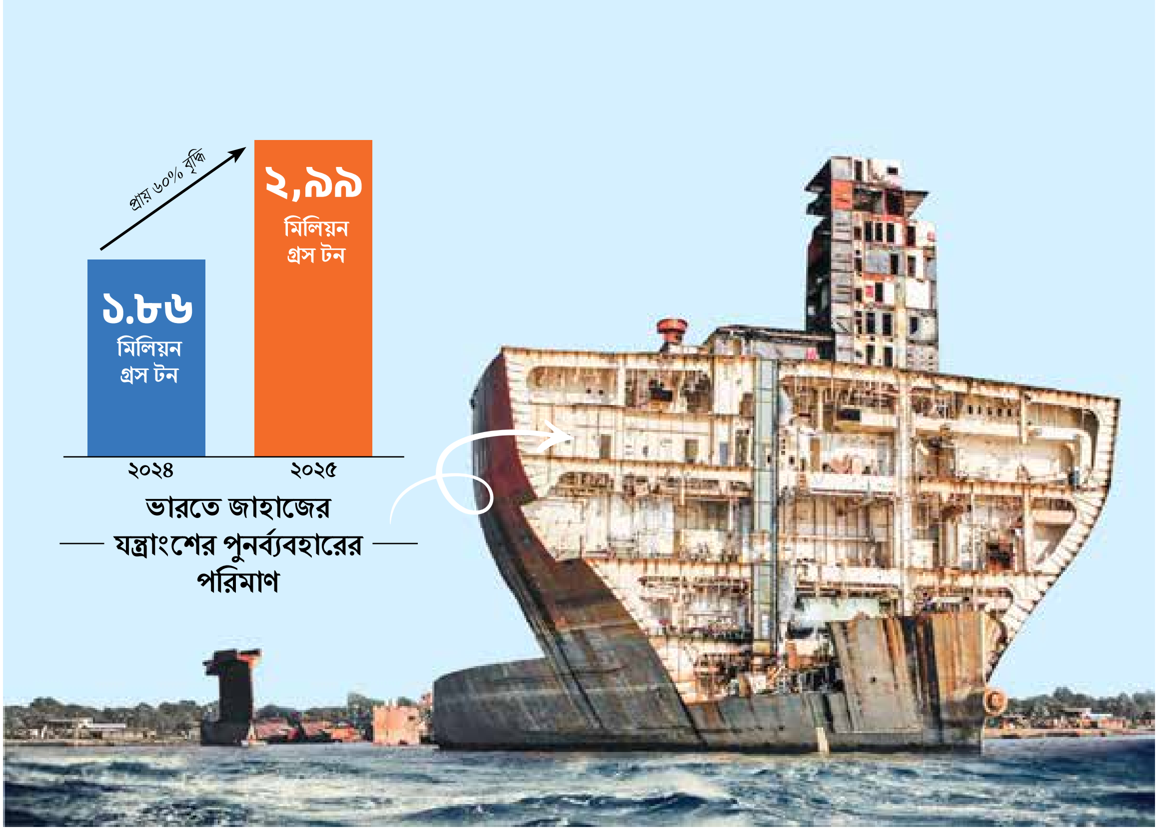

দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা

প্রতিরক্ষা উন্নয়ন ও গবেষণা সংস্থা (ডিআরডিও) ১৫ জুন দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ভূমি থেকে উৎক্ষেপিত দূরপাল্লার একটি ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। ওড়িশার ডঃ এ পি জে আব্দুল কালাম দ্বীপ থেকে এই পরীক্ষা চালানো হয়। এই ক্ষেপণাস্ত্রটি সফলভাবে সব ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত ক্ষেপণাস্ত্রটির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ডিআরডিও-র গবেষণাগার এবং ভারতীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের অংশীদাররা তৈরি করেছে। দূরপাল্লার এই ক্ষেপণাস্ত্রটির সফল পরীক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ডিআরডিও-র বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার সহ প্রতিরক্ষা শিল্পের অংশীদারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনে ভারত নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে

২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে আত্মনির্ভরতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিকে উৎসাহদান এবং দেশের মধ্যে বিভিন্ন সরঞ্জামের উৎপাদন বৃদ্ধিতে নতুন নতুন সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। এই আবহে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের পরিমাণ ১.৭৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা এক রেকর্ড।

ইতালিতে জনপ্রিয় দেবভূমির লিচু; দুবাই পছন্দ করে তেজপুরের লিচু

ভারত যেমন তার কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছে, পাশাপাশি কৃষকদের ক্ষমতায়নেও সচেষ্ট। এই লক্ষ্যে ভারতীয় কৃষিপণ্যগুলিকে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ‘দেবভূমি’ উত্তরাখণ্ডের সুস্বাদু লিচু সম্প্রতি ইতালিতে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, জিআই স্বীকৃতি পাওয়া আসামের তেজপুরের লিচু দুবাইয়ের বাজারে পৌঁছেছে। দেরাদুনের লিচু তার দুর্দান্ত মিষ্টত্ব, আকর্ষণীয় লাল রঙের খোসা, দারুণ গন্ধ ও উন্নতমানের রসালো উপাদানের জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড প্রোসেসড ফুড প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এপিইডিএ) ১ মেট্রিক টন উত্তরাখণ্ডের লিচু ইতালিতে রপ্তানি করেছে। এর ফলে, ইউরোপের বাজারে উত্তরাখণ্ডের উন্নতমানের লিচু পৌঁছল। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় ফলের উপস্থিতি আরও শক্তিশালী হল।

নাফেড-এর চারটি উদ্যোগ ... ই-অকশন পোর্টাল NAFEX.in সকলের কাছে উন্মুক্ত করা হল

‘সহকারিতা সে সমৃদ্ধি’ বা সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধির যে মন্ত্র সরকার নিয়েছে, তাকে অনুসরণ করে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড বা নাফেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্বচ্ছতা বজায় রেখে কৃষকদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ NAFEX.in, দৃষ্টি, ইআরপি-র সূচনা করেছেন। নাফেড ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভও জুন মাসের শেষ পক্ষে শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী বলেছেন, NAFEX.in-এর মতো উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৪ সালে নাফেড বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থায় পৌঁছেছিল। কিন্তু বর্তমানে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কারণে এই সংস্থা ৭৪ লক্ষ কৃষককে সহায়তা করছে। সংস্থার মাধ্যমে ৩০,০০০ কোটি টাকার রেকর্ড আর্থিক লেনদেন হয়েছে। এই সংস্থা ৫০০ কোটি টাকা লাভ করেছে। গত কয়েক বছর ধরে সরকার ডালশস্য, ভুট্টা সহ অন্যান্য শস্য সরাসরি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। নাফেড এবং এনসিসিএফ-কে আগামী দু’বছর কৃষকদের থেকে সমস্ত ডাল সংগ্রহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, মধ্যস্বত্বভোগীদের সরবরাহ শৃঙ্খল ভেঙে পড়বে। কৃষকের অ্যাকাউন্টেই যাতে সরাসরি টাকা পৌঁছে যায়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। নাফেড তার লাভের ১% বিভিন্ন কৃষি পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় করবে। এইসব ছাত্রছাত্রীদের কেরিয়ার গড়তেও সহায়তা করবে এই সংস্থা।

গৃহস্থের জন্য নয়, এ ধরনের রান্নার গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক, বিভিন্ন বিধিনিষেধ প্রত্যাহার

কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প ও বাণিজ্য মহলকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য গৃহস্থের জন্য নয়, এ ধরনের রান্নার গ্যাস সরবরাহ আবারও শুরু করেছে। এর ফলে, পশ্চিম এশিয়া সংঘাতের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাওয়া হল। রান্নার গ্যাস সংক্রান্ত সব ধরনের আঞ্চলিক বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। সঙ্কটের সময়কালে বিপুল পরিমাণে রান্নার গ্যাস সরবরাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের আগে যে পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ করা হত তার ৫০% এখন সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রান্নার গ্যাস সরবরাহের পরিস্থিতির উন্নতির কারণেই সরকারের এই সিদ্ধান্ত। রান্নার গ্যাস উৎপাদন করার ক্ষমতা যথাযথ হওয়ায় এবং যেসব জাহাজগুলি রান্নার গ্যাস আমদানি করে, সেগুলিও নির্ধারিত সময়ে পৌঁছনোর কারণে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সি-৩ – সি-৪-এর সরবরাহ রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রে কমানো হবে। তবে, গৃহস্থের রান্নার গ্যাস যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, সেটি নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন ন্যূনতম ৪০ টিএমটি গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। তেল বিপণন সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শিল্প ও বাণিজ্য মহলের বিভিন্ন কোম্পানিকে যত গ্যাস সরবরাহ করা হবে সেই তথ্য সংরক্ষণের জন্য। পাশাপাশি, রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরিবর্তিত ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে। সরকার পাইপের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। যোগ্য গ্রাহকরা যাতে এই গ্যাস পান তার জন্য পর্যায়ক্রমে তাঁদের সংযোগ দেওয়া হবে।

ভারতে পড়াশোনা করে প্রথম মহিলা চিকিৎসক

ড: কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহিলাদের ক্ষমতায়নের এক অনন্য উদাহরণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম মহিলা হিসেবে ভর্তির সুযোগ পান। তাঁর অবিচল ইচ্ছাশক্তি ও অধ্যবসায়ের কারণে তিনি শুধু ভারতের নয় – সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম মহিলা চিকিৎসক হয়ে ওঠেন। ডাক্তার হওয়া ছাড়াও তিনি কয়লা খনিতে কর্মরত মহিলাদের জীবনের মানোন্নয়নে কাজ করেছেন। সফল একজন চিকিৎসক ছাড়াও ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক। তিনি লক্ষ লক্ষ মহিলার অনুপ্রেরণার উৎস, যিনি প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও মাথা নত করেননি।

জন্ম : ১৮ জুলাই, ১৮৬১ | প্রয়াণ : ৩ অক্টোবর, ১৯২৩

কাদম্বিনী বসু স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নারীশিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৬১ সালের ১৮ জুলাই ভাগলপুরে তাঁর জন্ম। যে সময়ে মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার চল প্রায় ছিলই না, সেই সময় তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। তিনি হাতের কাছে থাকা সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ১৮৮৩ সালে প্রথম মহিলা স্নাতক হন। কাদম্বিনী ছিলেন দেশের মহিলাদের আদর্শ। তিনি মহিলাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে নিজের কেরিয়ার গড়ে স্বনির্ভর হওয়ার আহ্বান জানান।

কাদম্বিনী, স্নাতক হওয়ার পর সমাজ সংস্কারক ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের পক্ষে জোরালো সওয়াল করা অধ্যাপক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। দ্বারকানাথ কাদম্বিনীকে ডাক্তারি পড়তে উৎসাহিত করেছিলেন। হাজারো বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় নিজের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেন। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তিনি ভারতের প্রথম মহিলা যিনি ১৮৮৬ সালে ডাক্তারি পাশ করেছিলেন।

পরবর্তীতে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বিদেশে যান এবং গ্লাসগো ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে আরও উচ্চতর পড়াশোনা করেন। ব্রিটেনে তিনি পড়াশোনা ও কাজ করার ফলে গাইনোকলজিতে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। এছাড়াও, আরও তিনটি বিষয় নিয়েও তিনি সফলভাবে পড়াশোনা করেন। ১৮৯০ সালে স্বদেশে ফিরে এসে তিনি প্রাইভেট প্র্যাক্টিস শুরু করেন। ডাক্তারি পড়ার পাশাপাশি কাদম্বিনী মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় হন। ১৯৮৯ সালে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা প্রতিনিধিদলের সদস্য হন। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা পড়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন তিনি।

চিকিৎসক ছাড়াও ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর আট সন্তানকে বড় করেছেন। এর পাশাপাশি, ভারতে মহিলাদের অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। পাশাপাশি, মহিলাদের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করে গেছেন। এছাড়াও, বিভিন্ন ধরনের সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন তিনি। কয়লা খনিতে কর্মরত মহিলাদের কল্যাণে তিনি কাজ করেছেন। ১৮৯৮ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরেও কলকাতায় নিজের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ডাক্তারি করে গেছেন। ১৯২৩ সালের ৩ অক্টোবর তিনি প্রয়াত হন।

প্রগতি

জ্বালানি, শিল্প ও পরিবহন ক্ষেত্রে গতি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ‘প্রগতি’-র ৫২তম বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এই বৈঠকে পরিকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, জনকল্যাণে প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার এবং একটি নিরাপদ ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’ নিশ্চিত করার বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করা হয়। বৈঠকে ৩০ হাজার কোটি টাকা মূল্যের চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের পর্যালোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত ‘প্রগতি’ প্ল্যাটফর্মে ৮৫ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করা হয়েছে। বৈঠকে ‘পিএম গতি শক্তি’ পোর্টালকে সর্বদা আপডেট রাখা, স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI)-এর ব্যবহার এবং সাইবার জালিয়াতি মোকাবিলায় ‘ই-জিরো এফআইআর’ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বৈঠক চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চারটি ভিন্ন রাজ্যে বাস্তবায়িত হতে চলা প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ের চারটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পের অগ্রগতির পর্যালোচনা করেন। সড়ক, বিদ্যুৎ, শিল্প করিডোর এবং মেট্রো রেল ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত এই প্রকল্পগুলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্পোন্নয়ন এবং জনকল্যাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। পর্যালোচনার মূল বিষয় ছিল বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি, সময়সীমা মেনে চলা এবং তৃণমূল পর্যায়ের সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করা।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, প্রকল্পের কাজে দেরির ফলে কেবল নির্মাণ ব্যয়ই বৃদ্ধি পায় না, বরং জনগণ ও শিল্পক্ষেত্র যথাসময়ে এর সুফল পাওয়া থেকেও বঞ্চিত হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিনি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্য সরকারকে ‘মিশন মোড’-এ (তৎপরতার সঙ্গে বিশেষ উদ্যোগে) সমস্ত অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের স্পষ্ট নির্দেশ দেন।

‘পিএম গতি শক্তি’ জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের কার্যকর ব্যবহার

প্রধানমন্ত্রী ‘পিএম গতি শক্তি’ জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি এই পোর্টালে প্রকল্পের বিবরণ, ইউটিলিটি পরিষেবা, পরিকাঠামোগত স্তর, অনুমোদন এবং অন্যান্য ক্ষেত্র-ভিত্তিক তথ্যাদি নিয়মিত ও সময়মতো আপডেট করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

‘যক্ষ্মামুক্ত ভারত’ অভিযানে এআই প্রযুক্তির ব্যবহার

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মোদী ‘যক্ষ্মামুক্ত ভারত’ অভিযানের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন। তিনি এই রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এছাড়া, এনসিসি ক্যাডেট ও ‘মাই ভারত’ এর স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান

বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে, সাইবার অপরাধ ও ডিজিটাল মাধ্যম-কেন্দ্রিক প্রতারণা সংক্রান্ত অভিযোগগুলো গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ক্রমবর্ধমান অপব্যবহার নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক সংস্থাকে এ ধরনের সংবেদনশীল বিষয়গুলো সুসংহত, সংবেদনশীল এবং নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক পদ্ধতিতে মোকাবিলা করতে হবে।

সাইবার প্রতারণা রোধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ব্যাংক এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট জবাবদিহিতা, দ্রুত সাড়া প্রদান এবং একটি শক্তিশালী সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সাইবার-কেন্দ্রিক আর্থিক প্রতারণার ক্ষেত্রে দ্রুত অভিযোগ নথিভুক্তকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে সকল রাজ্যকে বাধ্যতামূলক ‘ই-জিরো এফআইআর’ ব্যবস্থা দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

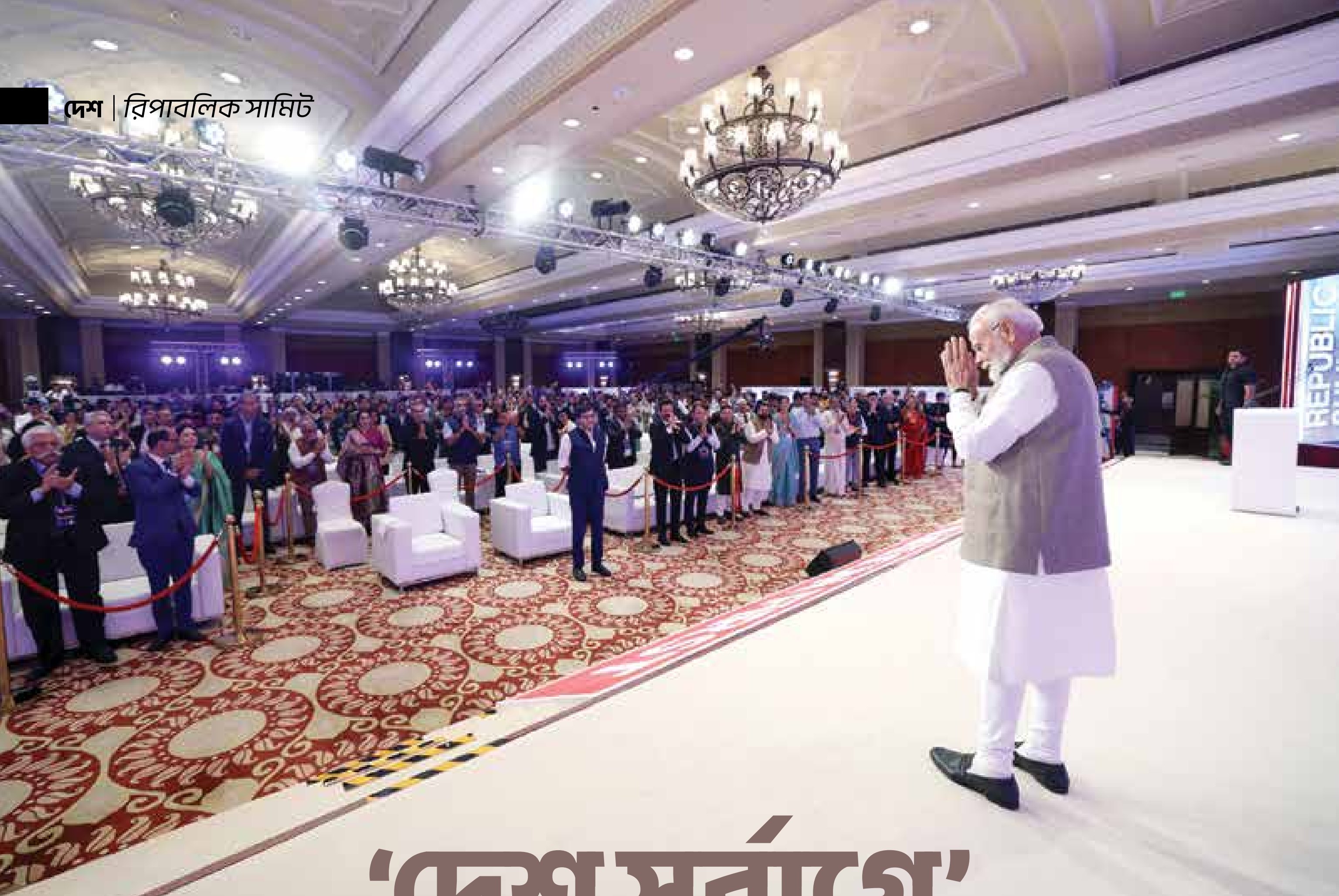

‘দেশ সর্বাগ্রে’
ভারতের চালিকাশক্তির মূলমন্ত্র

ভারত কেবল দ্রুত উন্নয়নশীল একটি অর্থনীতিই নয়, বরং একটি নির্ভরযোগ্য অর্থনীতিও বটে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতির ফলে ভারতের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা সুদৃঢ় হয়েছে এবং এর উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ফলাফলও পাওয়া গেছে। এই প্রেক্ষাপটে, ‘রিপাবলিক সামিট ২০২৬’-এ ‘মহাশক্তি ভারত: দেশ সর্বাগ্রে’ শীর্ষক একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভাষণ দেন।

গত এক দশকে ভারতের অর্জন এবং একটি নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে তার উত্থানের মূল ভিত্তি হলো ‘দেশ সর্বাগ্রে’ - এর চেতনা। ভারতের এই এগিয়ে চলা আস্থা, স্থিতিশীলতা এবং বৃহত্তর বিশ্ব-কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই ভারত কেবল দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতি হিসেবেই নয়, বরং একটি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবেও উঠে আসছে।

জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে নিজের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান যে, বিশ্বনেতারা ‘দেশকে অগ্রাধিকার’ নীতির প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সরকারের ১২ বছরের কার্যকালের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘স্বচ্ছ ভারত’, ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’, খাদি পণ্যের প্রসার এবং দেশীয় পণ্যের প্রচারের মতো বড় বড় জাতীয় উদ্যোগগুলো সফল হয়েছে কারণ দেশের নাগরিকরা ‘দেশকে অগ্রাধিকার’-এর চেতনাকে আপন করে নিয়েছেন।

কর-মুক্ত আয়ের সীমা বাড়ানো হয়েছে

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়িত করা হয়েছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে মানুষের ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তি-নির্ভর অনলাইন ফাইলিং এবং 'ফেসলেস অ্যাসেসমেন্ট' (সরাসরি যোগাযোগহীন কর মূল্যায়ন) ব্যবস্থার মতো সংস্কারের মাধ্যমে কর ব্যবস্থার সরলীকরণ করা হয়েছে।

উন্নয়নের যাত্রা প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে

ভারতের উন্নয়ন যাত্রা এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে মানুষের প্রত্যাশা ক্রমশ বাড়ছে। তারা উন্নত পরিকাঠামো, দ্রুততর পরিষেবা এবং উন্নত মানের জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা করছে। এই প্রত্যাশাগুলো দেশের ভবিষ্যতের প্রতি আস্থার ইতিবাচক নিদর্শন হিসেবে কাজ করে এবং প্রকৃত অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব বলে নাগরিকদের বিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করে।

> **জিএসটি সংস্কারের ফলে মধ্যবিত্তরাও উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়েছে। কর জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াটি এতটাই সহজ ও সুবিন্যস্ত হয়েছে যে এতে সময় ও অর্থ - উভয়ই সাশ্রয় হয়। এখন ঘরে বসেই আয়কর রিটার্ন দাখিল করা সম্ভব এবং কর সংক্রান্ত যেকোনো বিষয় বা বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ 'ফেসলেস' বা সরাসরি ব্যক্তিগত যোগাযোগহীন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।**
>
> *প্রধানমন্ত্রী, নরেন্দ্র মোদী*

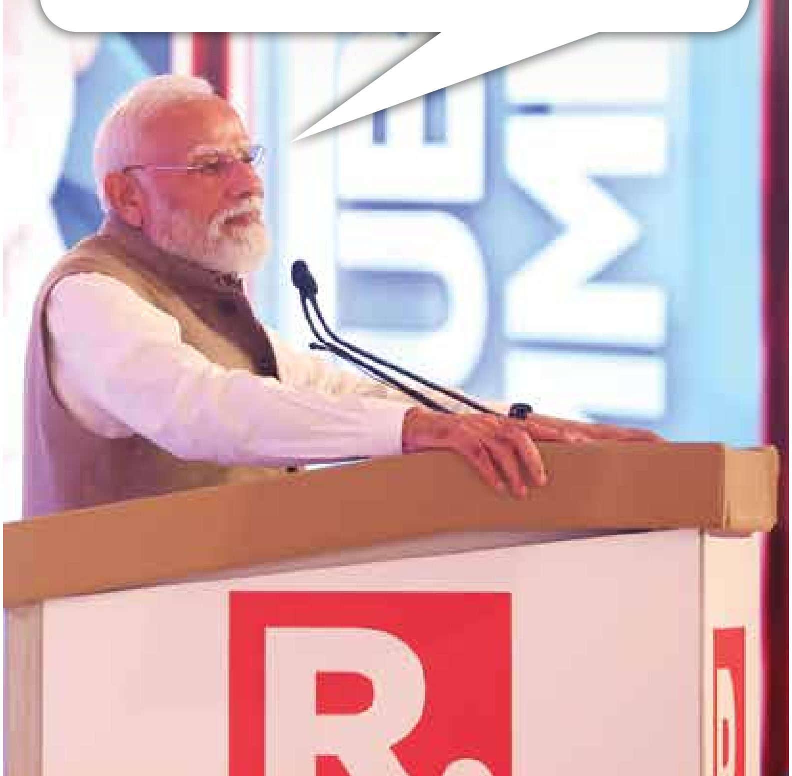

নতুন সুযোগ কাজে লাগানো

দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারতের তরুণ সমাজ, উদ্যোক্তা, উদ্ভাবক এবং স্টার্টআপ-গুলি নতুন নতুন সুযোগ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সামনের সারিতে রয়েছে। 'দেশকে অগ্রাধিকার' (নেশন ফার্স্ট)-এর নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে সরকার সংস্কার, উদ্ভাবন এবং নাগরিক-কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

যেসব এলাকা একসময় হিংসা ও অনগ্রসরতার সঙ্গে লড়াই করছিল, সেখানে এখন উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। 'বস্তার অলিম্পিক'-এর ক্রমবর্ধমান সাফল্য প্রমাণ করে যে, এই অঞ্চলকে একসময় গ্রাস করা ভয় ও অনিশ্চয়তার জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে এখানকার তরুণদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রতিভা।

দেশ হতাশার গণ্ডি পেরিয়ে আত্মবিশ্বাস ও সম্ভাবনাময় এক যুগে প্রবেশ করেছে। 'পরিবর্তন সম্ভব'—এই দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের অন্যতম বড় শক্তিতে পরিণত হয়েছে। 'আস্পিরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট' (উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা) এবং 'আস্পিরেশনাল ব্লক' (উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক) কর্মসূচিগুলি দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া কিছু অঞ্চলকে উন্নয়নের চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এই প্রচেষ্টাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উন্নয়নের সুফল কেবল সরাসরি সুবিধাভোগীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সামগ্রিকভাবে সমাজের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে। প্রায় ২৫ কোটি মানুষের দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে আসা এবং একটি বিশাল নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও জোরদার হয়েছে।

পরিবর্তনের এই যাত্রায় কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়ভাবে জনগণের পাশে রয়েছে। দেশ উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং আগামী দিনগুলোতে এই গতি আরও বৃদ্ধি পাবে। ১৪০ কোটি ভারতীয়র সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমেই 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির ৬ বছর

যুবশক্তি

উন্নত ভারতের রূপকার

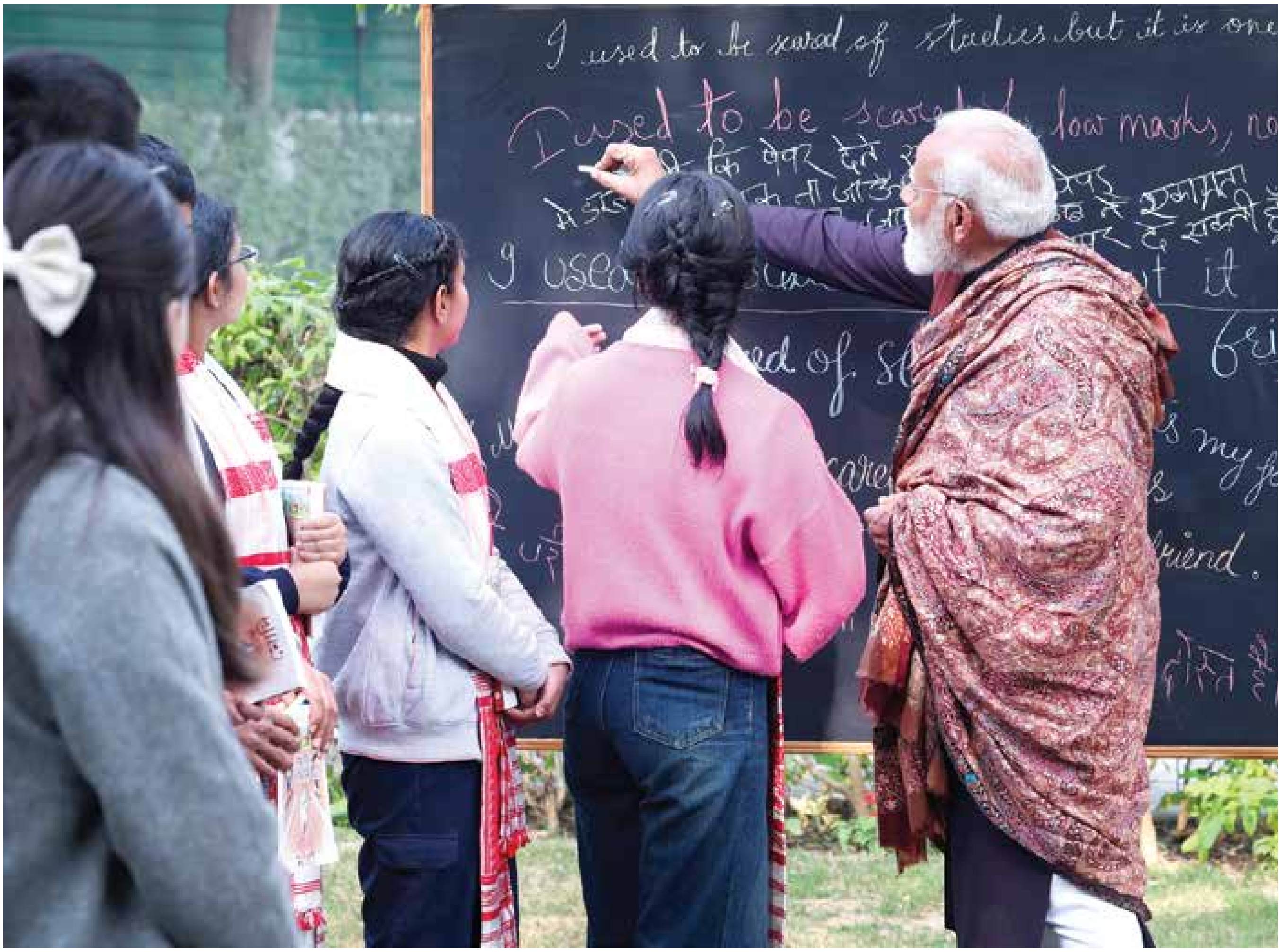

श्रियः प्रदुग्धे विपदो रुणद्धि, यशांसि सूते मलिनं प्रमार्ष्टि।
संस्कारशौचेन परं पुनीते, शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः॥

অর্থাৎঃ শিক্ষা শুধু জীবিকা অর্জনের মাধ্যমই নয় বরং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের এক শক্তিশালী হাতিয়ারও। এই অমূল্য সম্পদই আজকের তরুণদের ক্ষমতায়িত করে, যাতে তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপনের মাধ্যমে দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনতে পারে। এই লক্ষ্য ও দেশ পুনর্গঠনের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গত ১২ বছরে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা তৈরি, খেলাধুলা, স্বাস্থ্য এবং জনঅংশীদারিত্বের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে তরুণ- কেন্দ্রিক নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলে, তিন দশকের ব্যবধানের পর ছয় বছর আগে ২৯ জুলাই চালু হওয়া নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করেছে, উচ্চশিক্ষাকে শক্তিশালী করেছে এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে।

স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, অন্তর্ভুক্তিমূলক চিন্তাধারা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে তরুণরা এখন 'অমৃত প্রজন্ম' (Amrit peedhi) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে – যারা একটি উন্নত ভারত গড়ার সংকল্প বাস্তবায়নের মূল চালিকাশক্তি।

ভারতের জনগণ তরুণ,
ভারতের চেতনাও তরুণ।
ভারত তার সামর্থ্যে তরুণ,
ভারত তার স্বপ্নে তরুণ।
ভারত তার চিন্তায় তরুণ,
ভারত তার চেতনায় তরুণ।

এই গুণগুলির কারণেই আজ বিশ্ব ভারতের দিকে আশা ও আস্থার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভারত তরুণ, কারণ এর দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় আধুনিকতাকে আপন করে নিয়েছে এবং তার দর্শন পরিবর্তনকে গ্রহণ করেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের যাত্রা হোক কিংবা সেবা ও নিষ্ঠার পথ – পরিবর্তনের অভিমুখ বা বীরত্ব প্রদর্শন, সহযোগিতা কিংবা সংস্কার – সবক্ষেত্রেই ভারতের যুবসমাজ নিজেদের জন্য এক নতুন পরিচিতি গড়ে তুলেছে; "কিছু করে দেখানোর মানসিকতা" ও "সংকল্প বাস্তবায়নের দৃঢ়তা" নিয়ে তারা আকাশছোঁয়া লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আজ দেশ নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। ২৯ জুলাই ২০২০-তে ঘোষিত নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির মূল লক্ষ্য হল, ভারতকে জ্ঞানের এক বৈশ্বিক কেন্দ্রে পরিণত করা। একইসঙ্গে, জাতীয় যুবনীতির মাধ্যমে যুবসমাজকে অমৃত কাল-এর পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার টানা প্রচেষ্টা চলছে। এই উদ্যোগের আওতায় যুবসমাজকে আধুনিক দক্ষতা ও ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সজ্জিত করা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সারা দেশে স্টার্টআপস থেকে শুরু করে ইউনিকর্ন গড়ে তোলার মতো অনুকূল পরিবেশ বা সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাছাড়া, সশস্ত্র বাহিনী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুবকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে; কর্মসংস্থান ও স্ব-নিয়োগের উদ্যোগগুলি নিচুতলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে; এবং খেলাধুলার সঙ্গে পেশা জীবনের সংযোগ ঘটিয়ে সামাজিক মানসিকতায় পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে একটা বড় ধরণের অভিযান চলছে। অমৃত প্রজন্ম (Amrit Peedhi) হিসেবে অভিহিত এই যুবশক্তিই আজ ভারতের উন্নয়নের যাত্রায় চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে; একটি স্বনির্ভর ও উন্নত জাতি গঠনের সংকল্প নিয়ে তারা অমৃত কাল-এ দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। সরকার যখন সংস্কারমুখী পদক্ষেপ নেয়, তখন যুবসমাজ তার সাফল্য উপহার দেয়। সরকার ও যুবসমাজের এই অংশীদারিত্ব দেশের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে নতুন ডানা দিচ্ছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ভারত একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে

একটি দেশ তার শিক্ষা ব্যবস্থা ও নীতির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি লাভ করে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন...

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

গত ১২ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করেছে। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, তিন দশক পর নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP) ২০২০ কার্যকর করা হয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষাকে শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে, প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পুরো ব্যবস্থাকেই এই নতুন নীতির আলোকে আধুনিক করা হয়েছে। এনইপি ২০২০ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এটা চালুর পর ছয় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং বর্তমানে এটা বাস্তবায়নের সপ্তম বছরে পা দিয়েছে।

বিশ্বের বৃহত্তম স্কুল ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়-বৃহত্তম উচ্চশিক্ষা নেটওয়ার্ক

২৪.৬৯ কোটি শিক্ষার্থী

১৪.৭১ লক্ষ স্কুল

১.০১ + কোটি শিক্ষক

কিউ এস র‍্যাঙ্কিং ২০২৬-এ প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে বিশ্বে চতুর্থ স্থান অর্জন

উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ভর্তি

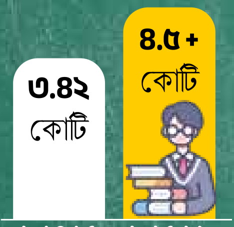

- ১.৪৯ লক্ষেরও বেশি স্কুলকে আইসিটি ও ডিজিটাল উদ্যোগের আওতায় আনা হয়েছে।
- ১.৭৬ লক্ষেরও বেশি স্মার্ট ক্লাসরুমের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে
- ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে ১.৭৯ লক্ষ আইসিটি ল্যাবরেটরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার আরও সহজ হয়েছে

প্রতিষ্ঠান	২০১৪	২০২৫	বৃদ্ধি (%)
আইআইটি	১৬	২৩	৪৪
আইআইএম	১৩	২২	৬৯
এইমস	৭	২৩	২২৮
আইআইআইটি	৯	২৫	১৭৮
আইআইএস ইআর	৫	৭	৪০
বিশ্ববিদ্যালয়গুলি	৭৬০	১৩৩০	৭৫
কলেজগুলি	৩৮,৫০০	৫২,০০০	৩৫
মেডিক্যাল কলেজ	৪৩১	৮১৮	৯৩
এমবিবিএস আসন	৫১,৩৪৮	১,২৮,৯২৬	১৫১
মেডিক্যাল পিজি আসন	৩১,১৮৫	৮৫,৮২২	১৭৫

বিশ্ব আজ স্বীকার করে নিয়েছে যে ভারতের দুটি বিশাল শক্তি রয়েছেঃ জনমিতি ও গণতন্ত্র। কোন জাতির তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা যত বেশি হয়, তার সম্ভাবনা ও সুযোগের পরিধিও তত ব্যাপক বলে বিবেচিত হয়। জনমিতিক সুবিধার পাশাপাশি ভারতের তরুণদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধও রয়েছে; তাদের এই ‘ডেমোক্রেটিক ডিভিডেন্ড’-ও অনন্য। ভারত তার তরুণদের উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বমানের শিক্ষাপরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের যুবসমাজকে ক্ষমতায়িত করেছে। ছয় বছর আগে প্রধানমন্ত্রী মোদী একটি প্রগতিশীল নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেন, যা শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন এখন আর বাধ্যতামূলক কোন শর্ত নয়। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি শিক্ষার গুণমান নিশ্চিত করার বিষয়েও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর ফলে, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা – দুই স্তরেই আঞ্চলিক ভাষায় পাঠদানের সুযোগ করে দিয়েছে। এখন প্রকৌশল ও তথ্যপ্রযুক্তির বা আইটি’র মতো কারিগরি বিষয়গুলি পাঁচটি আঞ্চলিক ভাষায় অধ্যায়ন করা সম্ভব। এই উদ্যোগটি শুধু শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণই বাড়াবে না বরং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

যেসব দেশের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ তরুণ, সেসব দেশের ক্ষেত্রে তিনটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং তা তরুণদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরেঃ নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনী শক্তি; ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা; এবং “কিছু করে দেখানোর অদম্য স্পৃহা” – অর্থাৎ যেকোন কাজ সম্পন্ন করার অবিচল সংকল্প। পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন, এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে অভূতপূর্ব

আবাসিক স্কুলগুলি শিক্ষায় প্রবেশের সুবিধা দিয়েছে

- কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় (KGBV)
- নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আবাসিক বিদ্যালয় (NSCBAV)
- পিএম-জনমন এবং ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান (DAJGUA) এর অধীনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য হস্টেল সুবিধা

৪৯৯ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে

১.৫৬ লাখ শিক্ষার্থী

প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে তরুণরা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে

৬ কোটিরও বেশি তরুণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে দক্ষতা উন্নয়ন উদ্যোগের আওতায়

১.৬ কোটিরও বেশি তরুণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে পিএমকেভিওয়াই-এর অধীনে

২.১৯+ কোটি MyBharat পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন

১ কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ পেয়েছে অটল টিঙ্কারিং ল্যাবস-এ

- উদীয়মান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ১৬ লক্ষেরও বেশি প্রকল্প তৈরিতে সহায়তা করা হয়েছে।

- পিএমজিডিআইএসএইচ এ –এর আওতায় ৬.৪ কোটিরও বেশি মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে
- স্বয়ম (SWAYAM) প্ল্যাটফর্মে ১৮,৫৮০টি কোর্স উপলব্ধ এবং এতে ৬.১ কোটিরও বেশি নিবন্ধন হয়েছে
- দীক্ষা (DIKSHA)-তে ১৩৫টি ভাষায় ৩.৬৬ লক্ষেরও বেশি ই-কনটেন্ট বা ডিজিটাল শিক্ষণ সামগ্রী পাওয়া যায়
- SWAYAM প্রভা, PM e- VIDYA এবং DIKSHA টেলিভিশন, রেডিও, ডিজিটাল কনটেন্ট ও ই-রিসোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ আরও প্রসারিত করেছে।
- উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 'ওয়ান নেশন ওয়ান সাবস্ক্রিপশন' উদ্যোগের মাধ্যমে ৭,৪০০-এরও বেশি প্রতিষ্ঠান অ্যাকাডেমিক ও গবেষণা সংক্রান্ত রিসোর্স বা তথ্যাবলী ব্যবহারের উন্নত সুযোগ পেয়েছে, যার ফলে প্রায় ১ কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছে।

ফলাফল বয়ে আনে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঠিক এই কারণেই, প্রায় তিন দশক অপেক্ষার পর, ২০২০ সালের ২৯ জুলাই ভারত নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করে, যা দেশটিকে বিশ্বমানের গ্লোবাল নলেজ হাব হিসেবে গড়ে তোলার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ২১ শতকের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষাকে আরও সামগ্রিক ও নমনীয় করে তোলাই এই নীতির মূল উদ্দেশ্য; এর মাধ্যমে ভারতকে একটি প্রাণবন্ত ও জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ এবং অনন্য সম্ভাবনার উন্মোচনকারী বিশ্বমানের জ্ঞান শক্তিতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত এই নীতিটি একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে পড়াশোনার চাপ কমানো। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বোর্ড পরীক্ষায় সংস্কার আনা হয়েছে এবং গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যার ফলে গ্রামীণ এলাকাতেও গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক নীতিগুলি সারা দেশে উল্লেখ্য পরিবর্তন এনেছে, যার ফলে এইমস, আইআইটি, আইআইএম এবং মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যায় রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটেছে। বর্তমানে ভারতের রয়েছে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা। দেশে ১.৪৭ মিলিয়ন স্কুল রয়েছে, যেখানে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন শিক্ষার্থী এবং ১০ মিলিয়ন শিক্ষক রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার তরুণদের জন্য উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামোও কৌশলগতভাবে সম্প্রসারিত করেছে। স্কুল ও উচ্চশিক্ষা দুই ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর ভর্তির হার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

এনইপি ২০২০ শিক্ষার মান উন্নত করেছে এবং শিক্ষাজীবনকে সুসংহত করেছে

১৭০টি
বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাশনাল ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক (NCRF) গ্রহণ করেছে, যা শিক্ষার্থীদের ক্রেডিট অর্জনে সক্ষম করে।

২,৪৬৯টি
প্রতিষ্ঠান অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট (ABC)-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে; ৩২ কোটিরও বেশি স্টুডেন্ট আইডি ইস্যু করা হয়েছে।

১৫.৪৮ কোটিরও বেশি যাচাইকৃত অটোমেটেড পার্মানেন্ট অ্যাকাডেমিক অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রি (APAAR) আইডি তৈরি করা হয়েছে।

১৫৩টি
বিশ্ববিদ্যালয় এখন দ্বিবার্ষিক ভর্তি এবং একাধিক প্রবেশ/প্রস্থান পয়েন্টের সুবিধা দিচ্ছে – যা ২০৩৫ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় ৫০% গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (GER) অর্জনের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সাধারণ নাগরিকদের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রথমবারের মতো প্রণীত একটি নীতি...

স্বাধীন ভারতে ১৯৬৮ সালে প্রথমবারের মতো জাতীয় শিক্ষানীতির ধারণাটি গৃহীত হয়। এতে ১০+২+৩ কাঠামো গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এর আগে, ১৯৫২ সালে লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ারের সভাপতিত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে, ১৯৮৬ সালের মে মাসে একটি নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করা হয়, যা ২০২০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। ১৯৮৬ সালের এই নীতিতে ১৯৯২ সালে কিছু সংশোধনী আনা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয় – প্রথমে টি. এস. আর. সুব্রহ্মণ্যমের নেতৃত্বে এবং এরপর ২০১৭ সালের জুন মাসে ইসরোর প্রাক্তন প্রধান ড. কে. কস্তুরিরঙ্গনের সভাপতিত্বে। শেষোক্ত কমিটি ২০১৯ সালের মে মাসে 'জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া' জমা দেয়, যা ২০২০ সালের ২৯ জুলাই অনুমোদন লাভ করে। এই জাতীয় শিক্ষানীতিতে ২.৫ লাখ গ্রাম পঞ্চায়েত ৬,৬০০ ব্লক এবং ৬৭৬টি জেলা থেকে পাওয়া প্রায় ২০০,০০০ পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ২০১৫ সালেই শুরু হয়েছিল এই উদ্যোগের জন্য একটি অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ প্রক্রিয়া।

শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে তৈরি নতুন শিক্ষানীতি একুশ শতকের জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর ফলে, ভারতের যুবসমাজ আজ সাহসিকতার সঙ্গে দেশের প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে, সমাধানের পথ বার করছে এবং নিজেদের সক্ষমতার প্রমাণ দিচ্ছে। দেশের মহান শিক্ষাবিদ ও সংবিধানের স্থপতি বাবা সাহেব আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা সবার নাগালের মধ্যে ও সহজলভ্য হওয়া উচিৎ ; এই শিক্ষানীতি সেই লক্ষ্য ও দর্শনেরই প্রতিফলন। এই নীতিতে ব্যক্তিদের শুধুই চাকরি প্রার্থী

রূপান্তরের এক যুগ ...
চাকরিপ্রার্থী থেকে চাকরি সৃষ্টিকারী

২০১৪

সীমিত উদ্যোক্তা ইকোসিস্টেম

৩৫০টি স্টার্টআপস

৪টি ইউনিকর্ন

- স্টার্টআপগুলির জন্য স্বীকৃতি এবং নীতিগত সমর্থনের অভাব; সীমিত অর্থায়ন, ইনকিউবেশন এবং সুযোগ; উদ্যোক্তা হওয়াকে একটা ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হিসেবে দেখা হয়।

২০২৬

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম

স্টার্টআপস **২.৩+ লাখ**

ইউনিকর্ন **১২৭**

গত ১২ বছরে স্টার্টআপগুলির মাধ্যমে ২১ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে দেশব্যাপী উদ্ভাবনঃ

'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া' এবং 'ফান্ড অফ ফান্ডস'-এর দ্বারা উদ্যোক্তা বৃদ্ধি পেয়েছে; অটল টিঙ্কারিং ল্যাবসের মাধ্যমে উদ্ভাবনী সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে; জন বিশ্বাস আইনের মাধ্যমে নিয়মকানুন পালনের বোঝা কমেছে; এবং মহাকাশ ক্ষেত্রের সংস্কার প্রায় ২০০টি মহাকাশ স্টার্টআপকে গতি দিয়েছে।

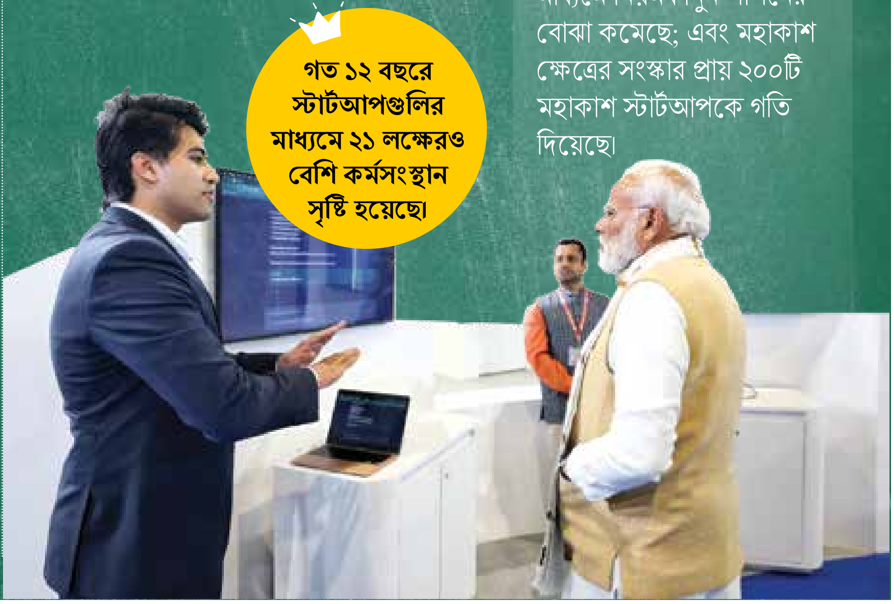

থেকে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী হিসেবে গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে – যা মূলত মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনেরই এক প্রচেষ্টা। শিক্ষার পাশাপাশি, গত ১২ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার যুবসমাজকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে এক সামগ্রিক কর্মপন্থা গ্রহণ ও উল্লেখ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। স্কিল মিশন-এর মাধ্যমে দক্ষ হয়ে উঠছে এক নতুন ভারত।

শিক্ষানীতি সেই লক্ষ্য ও দর্শনেরই প্রতিফলন। এই নীতিতে ব্যক্তিদের শুধুই চাকরি প্রার্থী থেকে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী হিসেবে গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে – যা মূলত মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনেরই এক প্রচেষ্টা। শিক্ষার পাশাপাশি, গত ১২ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার যুবসমাজকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে এক সামগ্রিক কর্মপন্থা গ্রহণ ও উল্লেখ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। স্কিল মিশন-এর মাধ্যমে দক্ষ হয়ে উঠছে এক নতুন ভারত।

তরুণ তরুণীদের শিক্ষা, দক্ষতা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। দেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিষয়টি বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সূচকের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক নীতির ফলে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল যোজনার আওতায় মানুষকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা হচ্ছে। সরকারের এই উদ্যোগগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে। স্বনিয়োগের সুযোগও ক্রমশ বাড়ছে, যা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি তরুণদের আস্থারই প্রতিফলন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রস্তুতির জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন দক্ষতা অর্জন এবং দক্ষতা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সারা দেশে স্কিল ম্যাপিং –এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ভারতের তরুণদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপযোগী দক্ষতা অর্জন

'খেলো ইন্ডিয়া'
ভারতের ক্রীড়া ভবিষ্যতকে রূপ দিচ্ছে

- প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম, ক্রীড়া বিজ্ঞান এবং আর্থিক সহায়তা ক্রীড়াবিদদের উন্নয়নে সহায়তা করেছে। খেলাধুলা এখন একটা সম্মানিত পেশা হিসেবে উঠে আসছে; ভারতের লক্ষ্য এখন আর অংশগ্রহণ করা নয় বরং জয়লাভ করা।
- ২৩.৬৮ কোটিরও বেশি মানুষ 'ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান', 'ফিট ইন্ডিয়া স্কুল উইক' এবং 'ফিট ইন্ডিয়া কুইজ'-এ অংশগ্রহণ করেছেন।

৪.৫
লক্ষেরও বেশি স্কুলকে 'ফিট ইন্ডিয়া স্কুল ফ্ল্যাগ' প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্বমঞ্চে ভারতের ছাপ

৩০,৭৫২
জন ক্রীড়াবিদকে 'খেলো ইন্ডিয়া' উদ্যোগের আওতায় সহায়তা করা হয়েছে।

এশিয়ান গেমসে রেকর্ড সংখ্যক
১০৭টি
পদক।

২৯টি
পদক প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে।

২০১৮ সালে মণিপুরের ইম্ফলে ভারতের প্রথম জাতীয় ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

করা অত্যন্ত জরুরি। এই লক্ষ্যে সারা দেশে উচ্চশিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এছাড়া, ২০১৪ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে প্রতি বছর একটি করে নতুন আইআইটি ও আইআইএম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ১২ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কলেজের সংখ্যা বাড়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তরুণদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগও সম্প্রসারিত হয়েছে। দেশের ৬০ মিলিয়নেরও বেশি তরুণ তরুণী বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

খেলাধুলাঃ এক নতুন পেশাগত পরিচয়

বিগত ১২ বছরে ভারতীয় ক্রীড়া জগতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে, যার চালিকাশক্তি হল প্রতিটি ক্ষেত্রে তরুণদের জন্য উন্মোচিত হওয়া নতুন সুযোগ। এই নতুন পর্যায়টি ভারতকে শুধু একটা প্রধান ক্রীড়াশক্তি কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটা খেলাধুলার মাধ্যমে সমগ্র সমাজকে শক্তিশালী ও ক্ষমতায়িত করার এক মহৎ অভিযান। একটা সময় ছিল যখন দেশ খেলাধুলাকে উদাসীনতার চোখে দেখতো এবং খুব কম লোকই এটাকে একটি সম্ভাবনাময় পেশা হিসেবে বিবেচনা করতো। এর প্রধান কারণ ছিল, খেলাধুলা সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সহযোগিতা পেত না। ফলে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং গ্রামীণ পরিবারের সন্তানদের জন্য খেলাধুলায় উন্নতি করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। বেশিরভাগ অভিভাবক বিশ্বাস করতেন যে তাদের সন্তানদের এমন পেশা বেছে নেওয়া উচিৎ যা একটা স্থিতিশীল জীবন দেবে, কিন্তু তারপর থেকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এক উল্লেখ্য পরিবর্তন এসেছে। খেলাধুলাকে এখন ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য একটি আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে দেখা হয়, এই পরিবর্তনটি মূলত 'খেলো ইন্ডিয়া' অভিযানের দ্বারা চালিত।

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা

৫৭.৭

কোটি ঋণ অনুমোদিত হয়েছে চালু হওয়ার পর থেকে, যার মোট পরিমাণ ৪০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি

২৮% বৃদ্ধি ঋণের সংখ্যায়

২০১৫-১৬	২০২৫-২৬
৩.৪৯ কোটি	৪.৪৯ কোটি

৩১২% বৃদ্ধি ঋণের পরিমাণে

২০১৫-১৬	২০২৫-২৬
১.৩৭ লক্ষ কোটি টাকা	৫.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা

কর্মসংস্থানের সুযোগে দ্রুততর প্রবেশাধিকার

১২.৫ +

লাখ নিয়োগপত্র জারি করা হয়েছিল

১৯টি

রোজগার মেলার মাধ্যমে।

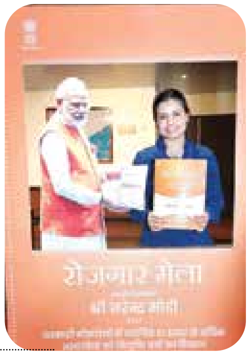

- ৩.৫ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী বিকাশ ভারত রোজগার যোজনা চালু করা হয়েছিল। সরকার এই প্রকল্পে ১ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করবে।
- ২০২৫-২৬ সালে ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস পোর্টালে ৩.৪৩ কোটিরও বেশি চাকরি উপলব্ধ করা হয়েছিল। এই পোর্টালটি একটি ডিজিটাল চাকরির বাজার হিসেবে কাজ করে।

১.৫

লাখ অগ্নিবীরকে ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অগ্নিবীর প্রকল্পের অধীনে।

ভারত জাঞ্জিবার ও আবুধাবিতে দুটি আন্তর্জাতিক আইআইটি ক্যাম্পাস খুলেছে, অন্যদিকে আইআইএম আহমেদাবাদ দুবাইতে একটি ক্যাম্পাস খুলেছে। আশা করা হচ্ছে যে ১৫টি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে ক্যাম্পাস খুলবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রচেষ্টা জাতির মানসিকতায় পরিবর্তন এনেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এমন নীতি প্রণয়ন করেছে যা ক্রীড়া জগতে কর্মজীবনের পথ প্রশস্ত করেছে। যার ফলে, ভারত টোকিও অলিম্পিকে সাতটি পদক জিতে সর্বকালের সেরা পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে। ভারত প্যারিস অলিম্পিকেও ছয়টি পদক লাভ করে। টোকিও প্যারালিম্পিকে ভারত ১৯টি পদক জেতে এবং এরপর প্যারিস প্যারালিম্পিকে ২৯টি পদক অর্জন করে। 'নতুন ভারত'-এর মূল মন্ত্র হলঃ "প্রতিজ্ঞা করো এবং জয় করো; প্রতিজ্ঞা করো এবং যুদ্ধে জয়ী হও।" প্যারালিম্পিকে ভারতের পদক সংখ্যা ইতিহাসে আগে যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি। তরুণদের মধ্যে নতুন করে জেগে ওঠা আত্মবিশ্বাসের কারণে অলিম্পিকেও পারফরম্যান্স ছিল অসাধারণ। কেন্দ্রীয় সরকারের TOPS (টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম) উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগে ক্রীড়াবিদরা সমর্থন ও উৎসাহ পাচ্ছেন। জাতীয় ক্রীড়া নীতি-২০২৫ এখন ভারতকে একটি বিশ্ব ক্রীড়া সুপার পাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উঠে এসেছে।

“আজ দেশের লক্ষ্য হল এক উন্নত ভারত, এক শক্তিশালী ভারত! উন্নত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের থামলে চলবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেশের প্রতিটি তরুণ-তরুণী এই স্বপ্নকে নিজেদের স্বপ্ন হিসেবে গ্রহণ করবে এবং এই জাতীয় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

স্টার্টআপ থেকে ইউনিকর্ন হয়ে ওঠার যাত্রা

গত ১২ বছরে কর্মসংস্থানের ধরণেও দ্রুত পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তরুণদের জন্য নতুন ক্ষেত্রের উদ্ভব হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ক্রমাগত উৎসাহিত করে চলেছে। গত ১২ বছরে দেশে স্টার্ট-আপ সংস্কৃতিতে এক বিপ্লব ঘটেছে; ২০১৪ সালে যেখানে স্টার্টআপের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েকশো, বর্তমানে তা ২ লাখের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। মনে করা হয় যে, এই স্টার্টআপগুলি অন্তত ২.১ মিলিয়ন তরুণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। এই সময়ে ড্রোন ক্ষেত্রেও উল্লেখ্য প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে; সার ছেটানো থেকে শুরু করে ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার মতো নানা কাজে এখন ব্যাপকভাবে ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। গত ১২ বছরে ভারত সরকার মুদ্রা যোজনার আওতায় ৫৭০ মিলিয়ন ঋণের আবেদন অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পের সহায়তায় প্রায় ১২০ মিলিয়ন মানুষ প্রথমবারের মতো নিজেদের স্বতন্ত্র উদ্যোগ বা ব্যবসা শুরু করেছেন। পিএলআই প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদন ক্ষেত্রের জন্য প্রায় ২ লাখ কোটি টাকার সহায়তা প্রদান করছে; এই উদ্যোগ ভারতকে শুধু একটা বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করতেই সহায়তা করবে না বরং লক্ষ লক্ষ তরুণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করবে।

তারুণ্যের শক্তির জন্য নতুন সুযোগ

যে দেশের তরুণরা উদ্দীপনা ও উদ্যমে ভরপুর, সেই দেশ সবসময় তাদের অগ্রাধিকার দেয়। আধুনিক ভারত তার সব তরুণ নাগরিকের জন্য এমন একটি মঞ্চ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে যা দেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। ভারতের ডিজিটাল, স্টার্ট-আপ এবং উদ্ভাবন বিপ্লবের সুফল মূলত তরুণরাই ভোগ করছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের ধারাবাহিক অগ্রগতির সুবিধাও পাচ্ছে দেশের তরুণরা। একটা সময় ছিল যখন অ্যাসল্ট রাইফেল ও বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটের মতো সরঞ্জামও বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত; অথচ আজ সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয় শত শত সামগ্রী ভারতেই তৈরি হচ্ছে। এই সমস্ত উদ্যোগ ভারতের তরুণদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। সম্প্রতি দেশ তরুণ প্রতিভাদের জন্য মহাকাশ ক্ষেত্রের দরজা খুলে দিয়েছে, যার ফলে দ্রুত গতিতে প্রথম বেসরকারি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ সম্ভব হয়েছে। একইভাবে, অ্যানিমেশন ও গেমিং ক্ষেত্রও প্রতিভাবান তরুণদের জন্য সুযোগের পরিধি বাড়িয়েছে। বিনোদন ও লজিস্টিকস থেকে শুরু করে কৃষি – সর্বত্রই ড্রোন প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটছে।

গত ১২ বছরে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীতে নারীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ

হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি শাখাতেই সন্মুখসারির দায়িত্বে নারীদের মোতায়েনের পথ প্রশস্ত হয়েছে। আজ প্রথমবারের মতো নারীরা 'অগ্নিবীর' ও নাবিক হিসেবে ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংক্রান্ত বা কমব্যাট ভূমিকাতেও নারীদের অংশগ্রহণ শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সৈনিক স্কুলগুলিতে মেয়েদের ভর্তির অনুমতিও দিয়েছে। এর ফলে, ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি (এনডিএ)-তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৭ জন নারী ক্যাডেটের প্রথম ব্যাচটি ২৮ মে থেকে ১৩ জুনের মধ্যে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে অফিসার হিসেবে কমিশন লাভ করেছে। এই ক্যাডেটরা ২০২২ সালের আগস্ট মাসে এনডিএ-তে যোগ দিয়েছিলেন। এই সাফল্য সারা দেশের তরুণীদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সেনাবাহিনীতে পেশা গড়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

এখন তরুণরা সেলফ-সার্টিফিকেশন-এর সুবিধা পাচ্ছে, অথচ আগে সার্টিফিকেটের জন্য গেজেটেড অফিসারের দ্বারা অ্যাটেস্টেশনের প্রয়োজন হত। গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ প্রথা বাতিল করা হয়েছে। প্রযুক্তির এই যুগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামে তরুণরা নতুন ডিজিটাল উদ্যোগী হিসেবে উঠে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প দেশজুড়ে কর্মসংস্থান ও স্বনিয়োগের সুযোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি করছে। এছাড়া, তরুণদের জন্য ১০ লক্ষ স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করতে কেন্দ্রীয় সরকার 'রোজগার মেলা'র আয়োজন করেছে; উল্লেখ্য যে, এসব আয়োজনের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ১২ লক্ষেরও বেশি নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে। 'পিএম বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা'-র মতো উদ্যোগগুলি এখন ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করছে। যখন এত বিশাল এক যুবশক্তি জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করে, তখন কোন লক্ষ্যই আর অধরা থাকে না। সম্প্রতি প্রস্তাবিত জাতীয় যুব নীতি ২০২৫ –এর কাঠামোতে ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য ও উদীয়মান বিষয়গুলির ওপর নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে – যেমন দক্ষতা, উদ্যোগী মানসিকতা, নেতৃত্ব, নাগরিকদের অংশগ্রহণ, ডিজিটাল ক্ষেত্রে উৎসাহ এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন।

যুবকদের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণের সুযোগ

২০১৫ সালে স্কিল ইন্ডিয়া মিশন চালু করা হয়েছিল। একটি বিস্তৃত দক্ষতা উন্নয়ন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, পুনঃদক্ষতা অর্জন এবং উন্নত দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই মিশনের অধীনে বিভিন্ন স্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে···

- প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা
- জন শিক্ষা সংস্থান
- জাতীয় শিক্ষানবিশ উন্নয়ন প্রকল্প
- শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে (আইটিআই) কারিগর প্রশিক্ষণ প্রকল্প

২.৩১ লক্ষ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর এআই রেডিনেস' প্রোগ্রামে; এটা ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য এআই-এর প্রাথমিক দক্ষতার একটি কোর্স।

৬৩,০০০ -এর বেশি ইন্টার্নশিপের সুযোগ রয়েছে প্রধানমন্ত্রী ইন্টার্নশিপ স্কিমের অধীনে। তরুণদের জন্য সুসংগঠিত এবং বেতনসহ ইন্টার্নশিপের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে এটা ২০২৪ –এর অক্টোবরে চালু করা হয়েছিল।

৩.৪৫ কোটিরও বেশি ১৮-২৮ বছর বয়সী যুবক প্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছেন (ইপিএফও-এর তথ্য অনুযায়ী)।

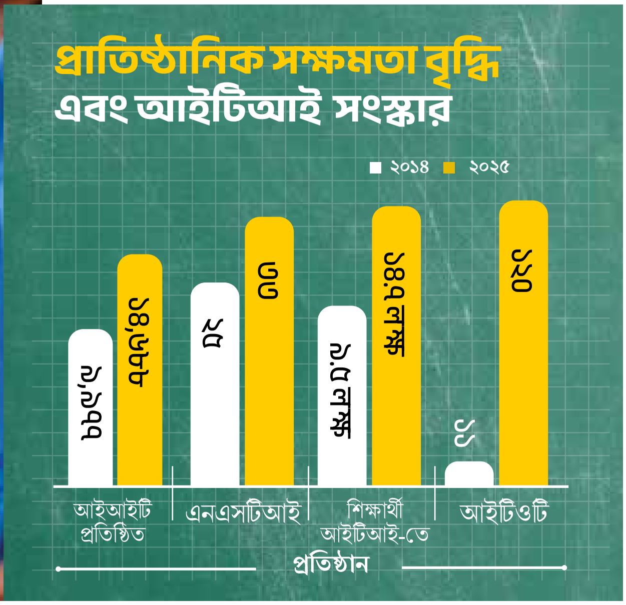

জাতীয় যুব নীতি...

জাতীয় যুব নীতি (এনওয়াইপি) ২০১৪ দেশে যুব উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই নীতিতে ১৫-২৯ বছর বয়সী ব্যক্তিদের 'যুবক' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এটা শিক্ষা, কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, সামাজিক সম্পৃক্ততা এবং ক্ষমতায়নের মতো ক্ষেত্রগুলিতে অন্তর্ভুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

বস্তুত, যুবসমাজই যেকোন জাতির চালিকাশক্তির প্রধান উৎস। উদ্দীপনা এবং অদম্য আগ্রহ এই জীবনপর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটা স্বপ্নময় এক সময়; যখন সেই স্বপ্নগুলি দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হয় এবং মানুষ সেই সংকল্প বাস্তবায়নে নিজেকে উৎসর্গ করে, তখন সাফল্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভারতের তরুণদের জন্য এটা নতুন নতুন সুযোগের এক সময়। বর্তমানে এমন এক আবহ তৈরি হয়েছে যে মনে হচ্ছে ভারতের সময় এসেছে; আজ সমগ্র বিশ্ব ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। এর মূল কারণ হলো ভারতের যুবসমাজ।

> **আজ সমগ্র বিশ্ব ভারতের যুবসমাজকে অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে দেখছে। এই আস্থার কারণ হলো ভারতের যুবকদের দক্ষতা এবং মূল্যবোধ।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

প্রকৃত অর্থে, ভারতের উন্নয়নের যাত্রাপথে যুবশক্তিই হলো মূল চালিকাশক্তি। তাই, সর্বজনীন অগ্রগতির লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলা কোন জাতি তার যুবশক্তির সামগ্রিক বিকাশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি নিতে পারেনা।

ভারতে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম যুব জনসংখ্যা। এমন বিপুল যুবশক্তির অধিকারী একটি দেশ ছোট স্বপ্ন দেখতে পারেনা। তাই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, যুবকদের বড় করে ভাবতে, বড় স্বপ্ন দেখতে এবং সেই স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে রূপ দিতে ক্ষমতায়ন করা হচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত হয়ে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার কল্যাণমূলক নীতি ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে যুবকদের সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং সুযোগ করে দিচ্ছে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের।

নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি, দক্ষতা উন্নয়ন মিশন, স্টার্টআপ বিপ্লব, কিংবা যুবকদের স্বপ্নকে ডানা মেলতে সাহায্য করার জন্য প্রণীত নীতি – আজ কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তরিক উদ্যোগ এবং নতুন সুযোগ সৃষ্টির ফলে যুবসমাজই হয়ে উঠছে দেশের অগ্রগতির চালিকাশক্তি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তসমূহ

দিল্লিতে ছয় লেনের সুড়ঙ্গ-পথ
উত্তরপ্রদেশে নতুন মহাসড়ক

ছবি প্রতীকী

শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং উন্নত পরিকাঠামো শুধুমাত্র ভ্রমণকে সহজ করে না, সেই সঙ্গে বাণিজ্যকেও চাঙ্গা করে। কম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে এতে সময় বাঁচে এবং দূষণ কমে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায়ই জোর দিয়ে বলে থাকেন যে, একটি রাস্তা শুধুমাত্র যাতায়াতের পথ নয় ; এটি গোটা এলাকায় বাণিজ্য, শিল্প, গুদাম এবং লজিস্টিকের ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিক খুলে দেয়। এই ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ১ জুলাই দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশের জন্য ১৪,০০০ কোটি টাকার দুটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে দিল্লিতে ৬ লেনের সুড়ঙ্গ পথ এবং উত্তরপ্রদেশে ৪ লেনের গ্রিন ফিল্ড মহাসড়ক তৈরির পথ সুগম হল...

সিদ্ধান্ত : NH-148AEতে ৬ লেনের রাস্তা তৈরির অনুমোদন - হাইব্রিড অ্যানুইটি মোড (এইচএএম)-এর মাধ্যমে NH(O) প্রকল্পের আওতায় এই সড়ক দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে (NH248BB)-কে দিল্লির বসন্ত কুঞ্জের নেলসন ম্যান্ডেলা মার্গের সঙ্গে যুক্ত করবে।

প্রভাব : ৮.১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রকল্পে মোট খরচ হবে ৬,৯৬৯.৬৭ কোটি টাকা।

- এই প্রকল্পটি দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ের শিবমূর্তি ইন্টারচেঞ্জকে নেলসন ম্যান্ডেলা মার্গ ও বসন্ত কুঞ্জকে যুক্ত করবে।
- এর ফলে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিল্লির মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।
- ধৌলা কুঁয়া-আইজিআই বিমানবন্দর, ছতরপুর-মহিপালপুর/আইজিআই বিমানবন্দর এবং রঙপুরিতে যানযট কমবে।
- এছাড়া গুরুগ্রাম, দ্বারকা, আইজিআই বিমানবন্দর এবং পশ্চিম দিল্লি থেকে দক্ষিণ দিল্লির যান চলাচল ব্যবস্থা উপকৃত হবে।
- ভূগর্ভস্থ জোড়া টানেলের নকশার কারণে ভূতলে যানযট কমবে।
- সাদার্ন রিজ ফরেস্ট এলাকা (টানেলের ১.৯৮ কিলোমিটার অংশ এর নিচ দিয়ে যাবে) সংরক্ষিত থাকবে।
- এই প্রকল্পের ফলে দৈনিক প্রায় ৩৭,০০০ প্যাসেঞ্জার কার ইউনিট (পিসিইউ)-এর সমান মাপের যানযট থেকে স্বস্তি মিলবে। এই প্রকল্পে পিএম গতিশক্তি উদ্যোগের আওতায় ৬টি আর্থিক সংযোগস্থল এবং ৪টি লজিস্টিক হাব পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হবে।
- অনুমান করা হচ্ছে যে, জাতীয় সড়কে প্রতি লেন-কিলোমিটার উন্নয়নের কাজে প্রত্যক্ষভাবে গড়ে ২৬৪ মনুষ্য দিবস এবং পরোক্ষভাবে গড়ে ৫৫ মনুষ্য দিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

ছবি প্রতীকী

সিদ্ধান্ত : BOT (টোল) মোডে উত্তরপ্রদেশের এনএইচ ৩৪-এ কানপুর থেকে কাব্রাই পর্যন্ত ৪/৬ লেনের উচ্চগতির যানবাহনের উপযোগী রাস্তা নির্মাণে অনুমোদন, মোট প্রায় ৭,১৪৫.১৪ কোটি টাকা।

প্রভাব: এটি ৪ লেনের অ্যাক্সেস-নিয়ন্ত্রিত করিডর হবে, ভবিষ্যতে ৬ লেনের সড়কে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা থাকবে। ভোপাল-কানপুর আর্থিক করিডরে একটি অংশও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

- এই প্রকল্পের ফলে কানপুর ও কাব্রাইয়ের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন উচ্চগতির যান চলাচল ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।
- এর ফলে মধ্যপ্রদেশের সাগর, ভোপাল এবং অন্যান্য অংশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাও শক্তিশালী হবে, আধুনিক অ্যাক্সেস-নিয়ন্ত্রিত আর্থিক করিডর গড়ে উঠবে, যা উত্তরপ্রদেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক হাবগুলিকে মধ্যপ্রদেশের খনিজ সমৃদ্ধ, উৎপাদন অঞ্চল এবং কৃষি এলাকাকে যুক্ত করবে।
- এই প্রকল্পের আওতায় থাকছে উত্তরপ্রদেশের কানপুর ও হামিরপুর জেলা এবং মধ্যপ্রদেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা মাহোবা।
- এই সড়কে ঘন্টায় ৮০-১০০ কিলোমিটার বেগে যান চলাচল করতে পারবে, এর ফলে কানপুর ও কাব্রাইয়ের মধ্যে যাতায়াতের সময় ৩.৫ ঘন্টা থেকে কমে ১.৫ ঘন্টা দাঁড়াবে (৫৮% হ্রাস)।

এনডিএ ৩.০ আমলে মোট ২৬ লক্ষ কোটি টাকার পরিকাঠামো প্রকল্প অনুমোদিত।

- এর ফলে সড়ক নিরাপত্তা বাড়বে, যান চালানোর খরচ কমবে এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে সুবিধা বাড়বে।
- পিএম গতিশক্তি উদ্যোগের আওতায় এই প্রকল্প ৪টি আর্থিক হাব এবং ১০টি লজিস্টিক হাবকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করবে।
- নির্মাণ পর্বে এই প্রকল্পে প্রতি লেন-কিলোমিটারে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ১১,১৮৮ এবং পরোক্ষভাবে ১৩,৯৮৫ মনুষ্য দিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

ভবিষ্যতের অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দিতে তৈরি ভারত

বিকশিত ভারতের পথ নিহিত রয়েছে তরুণদের দক্ষতা এবং ক্ষমতার মধ্যে। সেই কারণে তরুণদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার কাজে সহায়তা করতে কেন্দ্রীয় সরকার ধারাবাহিকভাবে নতুন নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে দিচ্ছে। এই ভাবনাকে সামনে রেখে প্রথমবারের চাকরি সন্ধানীদের সহায়তা করতে এবং শিল্প ও তাঁদের মধ্যে সমন্বয়কে জোরদার করতে 'প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা' চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৯ জুন ২,৪০০ কোটি টাকার উৎসাহ তহবিল প্রদান করেন...

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বাস করেন যে, ২১ শতকে দক্ষতা, উদ্ভাবনমূলক ভাবনা এবং উন্নত গুণমানের অধিকারী দেশগুলিই অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার তাই এইসব গুণাবলী অর্জনে তরুণদের সক্ষম করে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। দক্ষতা উন্নয়ন, তাঁদের উদ্ভাবনমূলক ভাবনার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন অথবা প্রথমবারের কর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে শিল্প সংস্থাগুলিকে উৎসাহভাতা প্রদান, যাই হোক না কেন, প্রতিটি স্তরে সরকার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এইসব উদ্যোগের ইতিবাচক ফলাফল শুধুমাত্র দেশের মধ্যেই নয়, গোটা বিশ্বে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের তরুণদের চাহিদা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তাঁদের দক্ষতার মাধ্যমে এইসব তরুণরা শুধুমাত্র দেশের জন্য খ্যাতিই নিয়ে আসছেন না, দেশের বাইরে বসবাসকালে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের শক্তিশালী বন্ধনও গড়ে তুলছেন।

সুবিধাপ্রাপক, শিল্প জগতের প্রতিনিধি এবং প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা (ভিবিআরওয়াই)-এর সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এটি হল ভারত সরকারের কর্মসংস্থান-সংযুক্ত উৎসাহভাতা প্রকল্প। বিশ্ব ভারতের তরুণদের সক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। প্রতিটি তরুণ যাতে তাঁদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। ভিবিআরওয়াই কর্মসংস্থান প্রকল্পের চেয়েও বেশি কিছু; প্রথমবারের চাকরি প্রার্থীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জোরদার করতে এবং শিল্প ও কর্মীবাহিনীর মধ্যে শক্তিশালী সেতুবন্ধ গড়ে তুলতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বহু প্রকল্পে যেখানে শুধুমাত্র কর্মী বা নিয়োগকারীদের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, সেখানে এই প্রকল্পে উভয় ক্ষেত্রের দিকেই নজর দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত যোজনা... এই প্রকল্প শুধুমাত্র কর্মসংস্থানের চেয়েও বেশি কিছু; এটি তরুণদের তাঁদের প্রথম চাকরি পাওয়ার স্বপ্নকে সশক্ত করে৷ এই প্রকল্প তরুণ এবং শিল্পের মধ্যে শক্তিশালী সেতু বন্ধন গড়ে তোলে – *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

প্রধানমন্ত্রীর পুরো কর্মসূচিটি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন৷

ভারতের উদ্ভাবন পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক আগ্রহ

বিগত এক দশকে ভারতে স্টার্টআপের সংখ্যা প্রায় ৫০০ থেকে বেড়ে ২ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত 'ভারত উদ্ভাবন করে' অনুষ্ঠানটি ভারতের স্টার্টআপ এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের একত্রিত হতে একটি মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছে৷ অনুষ্ঠানে এআই, মহাকাশ প্রযুক্তি, পরিবেশ-বান্ধব শক্তি এবং জৈব প্রযুক্তির মতো অত্যাধুনিক বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে৷ এ ধরনের অনুষ্ঠান ভারতের উদ্ভাবনের প্রতি আন্তর্জাতিক আস্থা বৃদ্ধির বার্তা দিচ্ছে৷ বিশ্ব স্বীকার করে নিয়েছে যে, ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে৷

মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

ভারতের প্রগতি এবং সমাজের অগ্রগতিতে মহিলাদের ভূমিকা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে৷ রাতের শিফটে ডিউটি-সংক্রান্ত নিয়ম-নীতিতে তাঁদের সুরক্ষা ও সুবিধার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে এবং বাড়ি থেকে কাজের সুযোগ বাড়ানো হয়েছে৷ এছাড়া, ভয়-ভীতি ছাড়া বেশি সংখ্যক মহিলারা যাতে কাজ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে কর্মস্থলে সুরক্ষা সংক্রান্ত পদক্ষেপ জোরদার করা হয়েছে৷

খুলছে নতুন বাজার

ভারতীয় শিল্পের জন্য নতুন নতুন বাজার খুলে যাচ্ছে এবং পেশাদারদের জন্য এখানে নতুন সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে৷ গোটা বিশ্ব যখন ভবিষ্যতের অর্থনীতির জন্য তৈরি হচ্ছে, তখন ভারত এর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করছে৷ সুরক্ষা, মর্যাদা এবং সামাজিক নিরাপত্তার সঙ্গে কর্মসংস্থানকে যুক্ত করার ওপর সরকার ক্রমাগত জোর দিয়ে চলেছে৷

তরুণদের পেশাগত যাত্রায় সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সংস্থাগুলিকে উৎসাহভাতা প্রদান করছে৷

প্রকল্পের সাফল্যের কথা ভাগ করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন যে, এ পর্যন্ত প্রায় ৭০ লক্ষ নতুন চাকরির সৃষ্টি হয়েছে৷ প্রথমবার চাকরি পাওয়া সমসংখ্যক তরুণকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা হয়েছে৷ প্রায় ২০ লক্ষ তরুণ তাঁদের প্রথম চাকরির ৬ মাস সম্পূর্ণ করেছেন৷ অন্যদিকে, প্রায় ১০ লক্ষ সুবিধাপ্রাপক ইতিমধ্যেই তাঁদের উৎসাহভাতা পেয়ে মাইলফলক স্পর্শ করেছেন৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "যখন সরকার, শিল্পজগৎ এবং তরুণরা একসঙ্গে কাজ করে, তখন চাকরি সৃষ্টি ত্বরান্বিত হয়৷ এই উদ্যোগ এক নতুন ভারতের ঝলককে তুলে ধরছে, যেখানে তরুণরা সুযোগ-সুবিধা পান, শিল্পক্ষেত্র উৎসাহভাতা পায় এবং চাকরি সৃষ্টি একটি জাতীয় মিশন হয়ে ওঠে৷"

ইতিহাস সৃষ্টির পথে বাংলা...

ভারতের অগ্রগতির গতি বৃদ্ধি

ভারত ২০৪৭-এর মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে চলেছে। 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্নের বাস্তবায়নে পূর্ব ভারতের উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ! এই লক্ষ্যে সরকার 'মিশন পূর্বোদয়' চালু করেছে, যেখানে বাংলা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বছরের পর বছর ধরে বঞ্চিত থাকা রাজ্যের মানুষ শেষ পর্যন্ত তাঁদের অধিকার অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে হুগলিতে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পিএম-কিষাণ প্রকল্পের ২৩তম কিস্তির টাকার ছাড়পত্র দেন। রেল, কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, মৎস্য এবং পশুপালন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধনও করেন তিনি।

স্বাধীনতার পর বাংলার মহান ব্যক্তিত্বরা রাজ্যের যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। তারকেশ্বরে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তার অঙ্গীকার করা আমাদের কর্তব্য। পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের প্রেরণা এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির ভিত্তি পুনর্নির্মিত হচ্ছে। এই ভিত্তি দুটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে : সততা ও স্বচ্ছ প্রশাসন এবং আইনের শাসন। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশ এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করছে।

২০৪৭-এর মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে ভারত কাজ করে চলেছে। 'বিকশিত ভারত'-এর এই অঙ্গীকারের সবচেয়ে বড় কীর্তি হল, পূর্ব ভারতের উন্নয়ন ! এই লক্ষ্য অর্জনে আমরা "মিশন পূর্বোদয়"-এর ওপর কাজ করে চলেছি। এতে বাংলার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; বাংলার অগ্রগতি পূর্ব ভারতের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

"পশ্চিমবঙ্গ: ঐতিহ্য, সম্প্রীতি ও উন্নয়ন"

রাজ্যস্তরে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের উদযাপন অনুষ্ঠানটি হয় হুগলির তারকেশ্বরে, ঐতিহাসিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ এই স্থানটি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই বছরের বিষয়বস্তু ছিল- "পশ্চিমবঙ্গ: ঐতিহ্য, সম্প্রীতি ও উন্নয়ন"- যা রাজ্যের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক ঐক্য এবং উন্নয়নমূলক আকাঙ্ক্ষার বার্তা দেয়।

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি এখন পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা (পিএমএফবিওয়াই) চালু

- প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা (পিএমএফবিওয়াই) পশ্চিমবঙ্গে চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিশ্বের বৃহত্তম ফসল বিমা প্রকল্পের সুযোগ এখন রাজ্যের চাষিদের কাছে পৌঁছবে।
- ২০২৬-২৭ মরশুমে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৪ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমির ৫০ লক্ষ কৃষককে পিএমএফবিওয়াই উদ্যোগে বিমার আওতায় আনার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

২৮,১৪০ কোটি টাকার ফসল বিমার আওতায় সুরক্ষিত করা হবে।

প্রিমিয়ামে পর্যাপ্ত ভর্তুকির মাধ্যমে কৃষকরা সহায়তা পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গে এগ্রিস্ট্যাক চালু

- ডিজিটাল এগ্রিকালচার মিশনের আওতায় পশ্চিমবঙ্গে AgriStack চালু করা হয়েছে।
- সার বন্টন, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর (ডিবিটি) এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) ব্যবস্থার আওতায় ফসল সংগ্রহের মতো বিভিন্ন ধরনের কৃষি সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদানের একটি সুসংহত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হল এই উদ্যোগ।
- এই উদ্যোগ কৃষিক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রশাসনকে মজবুত করবে এবং কৃষক-কেন্দ্রিক পরিষেবা প্রদানকে দক্ষ করে তুলবে।

প্রাকৃতিক উপায়ে চাষ সংক্রান্ত জাতীয় মিশন চালু

- প্রাকৃতিক চাষ সংক্রান্ত জাতীয় মিশনে পশ্চিমবঙ্গে সুস্থায়ী, রাসায়নিক মুক্ত চাষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
- ২০২৬-২৭ বর্ষে অনুমোদিত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার আওতায় রাজ্যের ১৭,৩০০ হেক্টর জমিতে ৩৪৬টি প্রাকৃতিক চাষ-সংক্রান্ত ক্লাস্টার গড়ে তোলা হবে।
- এছাড়া জৈব উপকরণ সম্পদ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে এবং পরিবেশ বান্ধব চাষাবাদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 'কৃষি সখিদের' সংগঠিত করা হবে।
- সুসংহত কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ধন-ধান্য কৃষি যোজনা (পিএমডিডিকেওয়াই)-ও চালু করা হয়েছে।

রাজ্যকে উন্নয়ন প্রকল্প উপহার

- দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফ্রেজারগঞ্জে মৎস্য বন্দরের সম্প্রসারণ প্রকল্পের উদ্বোধন এবং বীরভূমের সাঁইথিয়ায় একটি আধুনিক মৎস্য বাজার নির্মিত হয়েছে।
- নদীয়া জেলার হরিণঘাটায় ছাগল উৎপাদনের জন্য একটি আঞ্চলিক উচ্চ গবেষণাগার ও বীর্য ব্যাঙ্কের উদ্বোধন।
- প্রায় ৫৭০ কোটি টাকার রেল প্রকল্পের শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ।
- হাওড়া জেলায় সাঁকরাইল-সাঁতরাগাছি রেল লাইন প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ।
- হাওড়ায় ৩০০ শয্যার একটি নতুন ডিভিশনাল রেল হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
- পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় হাউর ও রাধামোহনপুরের মধ্যে প্রস্তাবিত ওভারব্রিজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
- পিএম গ্রাম সড়ক যোজনা (পিএমজিএসওয়াই-৩)-এর আওতায় ৪৯টি সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন।

পিএম কিষাণ সম্মান নিধির ২৩তম কিস্তির ছাড়পত্র

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি (পিএম কিষাণ)-র ২৩তম কিস্তির ছাড়পত্র দেন। এই কিস্তিতে দেশের ৯ কোটির বেশি অ্যাকাউন্টে ১৮,৮৮০ কোটি টাকার বেশি সরাসরি হস্তান্তরিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই এই প্রকল্পের আওতায় ৪৫ লক্ষের বেশি সুবিধাপ্রাপকের অ্যাকাউন্টে ৯০০ কোটি টাকার বেশি জমা করা হয়েছে, এর ফলে এই প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত ১৫,০০০ কোটি টাকার বেশি প্রদান করা হল। ২০১৯-এ প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৪.৪৬ লক্ষ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, এর ফলে কোটি কোটি কৃষক পরিবার আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন এবং তাঁদের জীবনে সমৃদ্ধি আসছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী অনুষ্ঠানে বলেন, যে সব প্রকল্পের কাজ আগে আটকে থাকা কিংবা বাধার সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেগুলিকে এখন বাধা থেকে মুক্ত করা হচ্ছে, জনকল্যাণ ক্যাম্পের মাধ্যমে মানুষের কাছে সরাসরি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে যাচ্ছে। ●

পূর্ব ভারতে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি
প্রবেশদ্বার হিসেবে 'ওড়িশা'র আত্মপ্রকাশ

"ভারতের উন্নয়নের জন্য পূর্ব ভারতের উন্নয়ন" - সরকারের এই নীতি পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রভূত সম্ভাবনার পথ খুলে দিচ্ছে। রেল পরিকাঠামো, হাইওয়ে, আর্থিক করিডর, বন্দর, বিদ্যুৎ, সেমিকন্ডাক্টর এবং পরিবেশ-বান্ধব শক্তি থেকে আধুনিক শিল্প সব ক্ষেত্রেই সরকার রেকর্ড পরিমাণ বিনিয়োগ করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০ জুন বর্তমান ওড়িশা সরকারের ২ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ময়ূরভঞ্জ জেলায় ৪৭,০০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন...

ওড়িশা সরকারের ২ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে উন্নয়ন এবং মানুষের জীবনে পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করছে এই রাজ্য। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন করা বা শিলান্যাস করা ৪৭,০০০ কোটি টাকার এইসব প্রকল্প পরিবহন যোগাযোগ, জনপরিষেবা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা এবং মানুষের জীবনের গুণগত মানোন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ঘোষণা করেন যে, পাহাড়পুর গ্রামকে সৌর গ্রামে রূপান্তরিত করা হবে, প্রতিটি বাড়িতে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন সুনিশ্চিত হবে।

ওড়িশার বিখ্যাত কোনারক সূর্য মন্দিরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে,

> **আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে আমরা আদিবাসী সন্তানদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করছি। এইসব সন্তানদের উন্নত শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার লক্ষ্যে দেশে প্রায় ৫০০টি একলব্য মডেল স্কুল চালু করা হয়েছে।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

প্রধানমন্ত্রীর পুরো কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

প্রধান প্রকল্পগুলির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

- ৬৬০ মেগাওয়াট আপার ইন্দ্রাবতী পাম্পড স্টোরেজ প্রজেক্ট।
- আইবি তাপ বিদ্যুৎ স্টেশন দ্বিতীয় পর্যায় সম্প্রসারণ প্রকল্প, ৬৬০ মেগাওয়াটের দুটি ইউনিট।
- ঝাড়সুগুদা জেলার লখনপুরে ভারত কোল গ্যাসিফিকেশন অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড প্রকল্প।
- এনএইচ ৩৫৩-র নুয়াপদা থেকে ঘটিপদা পর্যন্ত অংশের ৪ লেনে রূপান্তর।
- কুসুমডিহি মেগা-লিফ্ট সেচ প্রকল্প।
- রাইরংপুরে আইজিএনওইউ আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ইন্ডোর ব্যাডমিন্টন কমপ্লেক্স।

গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির উদ্বোধন

- বৌধ-এ ৩০০ শয্যার জেলা সদর হাসপাতাল।
- ওড়িশার বিভিন্ন জেলায় ২৪টি অটল বাসস্ট্যান্ড এবং ৯টি অটোমেটেড টেস্টিং সেন্টার।
- এনএইচ ৫৭-তে নয়াগড় টাউন বাইপাস; কুসুমি স্মার্ট সেচ প্রকল্প।
- রাইরংপুরে স্পোর্টস কমপ্লেক্স এবং আদিবাসী গবেষণা কেন্দ্র।

এইসব প্রকল্পের মাধ্যমে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়ন...

- অ্যানিমিয়ার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রচারাভিযান।
- জল জীবন মিশনের মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা।

প্রায় ৫০০ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা।

৭৫০ একলব্য স্কুল অনুমোদিত।

১.৫+ কোটি আদিবাসী পড়ুয়াকে প্রাক-ম্যাট্রিক এবং ম্যাট্রিক- পরবর্তী স্তরে বৃত্তি প্রদান।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সফর

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ময়ূরভঞ্জ জেলার পাহাড়পুর গ্রাম পরিদর্শন করেন। তাঁরা পবিত্রস্থল 'সাঁওতালী জহেরা' এবং 'হো জহেরা'য় প্রার্থনা জানান। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী ওড়িশা সরকারের ২ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন; অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ছিল 'বিকাশ রা ধারা, ওড়িশা সারা'। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী ময়ূরভঞ্জের মাটি থেকে দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে তাঁর যাত্রাকে ওড়িশা ও দেশ, উভয়ের কাছেই এক গর্বের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেন।

পাহাড়পুর একটি আদর্শ সৌর বিদ্যুৎ গ্রাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। সরকার ওড়িশার সম্পদকে উন্নয়নের সম্ভাবনা এবং সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত করছে। তিনি 'উৎকর্ষ ওড়িশা'র মতো উদ্যোগের কথা তুলে ধরে বলেন, এর লক্ষ্য হল, রাজ্যের শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বৃহৎ মাত্রায় বিনিয়োগ টেনে আনা।

এই উদ্যোগের আওতায় ওড়িশা ইতিমধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব পেয়েছে। এছাড়া বর্তমানে ৩.৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ চলছে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ৬০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। ●

১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন

যোগ

প্রত্যেককে যুক্ত করছে, প্রত্যেককে একত্রিত করছে

প্রধানমন্ত্রীর যোগ দিবসের পুরো কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে সংসদ ভবন চত্বরে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এবং অন্যদের যোগ-এ অংশগ্রহণ

ভারতের প্রাচীন যোগ পরম্পরা বিশ্বের কাছে এক আশার প্রতীক হয়ে উঠেছে, সুস্থ, ভারসাম্যমূলক এবং শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনে মানুষকে পথ দেখাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে চালু হওয়া আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এখন এক বৈশ্বিক গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার রেড রোডে ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, যোগ প্রত্যেককে ঐক্যবদ্ধ করে এবং মানুষকে একত্রিত করে...

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ভগবান কৃষ্ণ গীতায় যোগ সম্পর্কে বলেছিলেন: " **युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त स्वप्न अव-बोधस्य, योगो भवति दुःखहा॥** " এর অর্থ হল, সুষম খাদ্য ও বিনোদন, ভারসাম্যমূলক কাজকর্ম ও দায়িত্ব, সুষম ঘুম ও জেগে ওঠার মাধ্যমে যোগ দুঃখের বিনাশকারী হয়ে ওঠে। ভারসাম্য হল যোগের ভিত্তি। ভারসাম্য আমাদের জীবনেরও ভিত্তি। তথাপি আধুনিককালে অধিকাংশ মানুষ জীবনে ভারসাম্যহীনতার সঙ্গে লড়াই করে। যোগ আমাদের ভারসাম্যের পথে জীবনযাপনের কৌশলের শিক্ষা দেয়। কী করব এবং কী করব না, তা আমাদের দেখিয়ে দেয়। যখন আমরা আমাদের শরীরকে যথাযথভাবে চালিত করতে শিখব, তখন স্বাস্থ্যই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন

- কলকাতার রেড রোডে ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের জাতীয় স্তরের অনুষ্ঠানটি হয়।
- যোগ অনুশীলনকারীদের সঙ্গে কমন যোগ প্রোটোকল সেশনে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।
- আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৬-এর বিষয় ছিল, "সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ।"
- এই বিষয়বস্তুতে আয়ু বৃদ্ধি, সুস্থ, সক্রিয় এবং মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে স্বীকৃতির ব্যাপারে ২০১৪ সালে ভারতের প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত হয়।

যোগ দিবস উদযাপন করা হয় প্রায় বিশ্বের ২,৫০০ টি জায়গায়, ২১০টির বেশি দূতাবাসের অংশগ্রহণ।

নতুন দিল্লি, চণ্ডীগড়, লক্ষ্ণৌ, মাইসুরু, নিউ ইয়র্ক (রাষ্ট্রসংঘের সদর কার্যালয়), শ্রীনগর এবং বিশাখাপত্তনম সহ বিভিন্ন স্থানে মূল অনুষ্ঠানগুলির আয়োজন করা হয়েছিল।

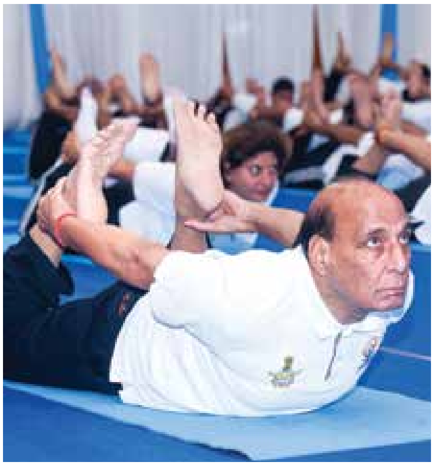

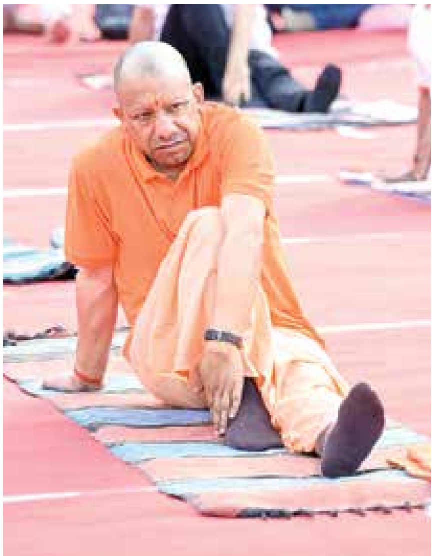

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-ও যোগে অংশ নেন

উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশে পবিত্র পরমার্থ ঘাটে মানুষের যোগে অংশগ্রহণ

পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, যোগ শুধুমাত্র আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর নজর দেয় না। যোগ মানসিক সুস্থতা থেকে শারীরিক মানসিক সুস্থতার পথ দেখায়। সেই কারণে যোগে বলা হয় যে - "যুক্ত চেষ্টস্য কর্মাসু" - এর অর্থ হল, আমাদের কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়, সে সম্পর্কে সচেতনতা। এই সচেতনতা আমাদের জীবনে শান্তির উৎস হয়ে ওঠে এবং বিশ্বশান্তির পথও খুলে দেয়। সেই কারণে যোগ আজ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনযাপনে শুধুমাত্র আবশ্যিকই নয়, সেইসঙ্গে বিশ্বের উন্নত ভবিষ্যতের জন্যও একান্ত প্রয়োজনীয়। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগের সঙ্গে যুক্ত হন।

যখন সমাজ সুস্বাস্থ্যকর হয়, তখন দেশ আরও সক্ষম, আরও সমৃদ্ধ এবং আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। আমি আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই: 'সর্বে ভবন্তু সুখিন:, সর্বে সন্তু নিরামযা:।' সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে আমি আবার আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লিতে হুমায়ুনের সমাধিস্থল চত্বরে মানুষের যোগে অংশগ্রহণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার নরফক-এ 'টল শিপ'-এ যোগের আয়োজন ভারতীয় নৌসেনার জাহাজ 'সুদর্শিনী'তে।

অনন্য পদ্ধতিতে যোগে অংশগ্রহণ ভারতীয় নৌসেনার।

লেহ-তে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশগ্রহণ উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণানের।

কিন্তু যোগ আজ আমাদের নতুন করে সম্মিলিত অঙ্গীকারের সুযোগ প্রদান করে। আসুন আমরা শপথ নিই যে, যোগ শুধুমাত্র একটি দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, যোগ শুধুমাত্র একটি কর্মসূচির মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। আমরা যোগকে আমাদের জীবনের অংশ করে তুলব, আমাদের পরিবারের অংশ করে তুলব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অংশ করে তুলব। ●

নিষ্ঠা ও সংকল্পের স্বীকৃতি

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পদ্ম পুরস্কারকে লুটিয়েন্স দিল্লির করিডর থেকে মুক্ত করে ভারতের প্রত্যন্ত গ্রাম ও বনাঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আজ 'পদ্ম সম্মান' প্রকৃত অর্থে 'মানুষের সম্মান' হয়ে উঠেছে, যেখানে প্রভাবের ভিত্তিতে নয়, সমাজে প্রত্যন্ত শ্রেণির মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে, তার ভিত্তিতে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই পুরস্কার প্রাপকরা কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁদের মেধা ও সেবাকে আবদ্ধ করে রাখেননি। যাঁরা দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন, এই বিশেষ নিবন্ধে সেইসব 'নায়কদের' প্রেরণাদায়ক কাহিনী ভাগ করে নেওয়া হল...

২৩ জুন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি ভবনে এক নাগরিক সম্মাননা অনুষ্ঠানে পদ্ম বিভূষণ, পদ্ম ভূষণ এবং পদ্ম শ্রী পুরস্কার প্রদান করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২ জনকে পদ্ম বিভূষণ, ৭ জনকে পদ্ম ভূষণ এবং ৫৭ জনকে পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করা হয়। চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার ১৩১ জন পদ্ম পুরস্কার প্রাপকের নাম (একটি যৌথ প্রাপক সহ) ঘোষণা করে। প্রথম পর্যায়ের সম্মাননা অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ২৫ মে, ২০২৬ তারিখে।

পুরো সম্মাননা অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোডে স্ক্যান করুন

পি. নারায়ণন

‘নারায়ণজি’ নামে পরিচিত পি. নারায়ণন জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং একজন উল্লেখযোগ্য সামাজিক, রাজনৈতিক সংগঠক। তিনি এমন একটি আদর্শের জন্য তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন, যাঁকে এক সময় কেরালায় কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল। ২৮ মে, ১৯৩৬-এ থোড়ুপুঝা (কেরালা)-র মনক্কড়-এ তিনি জন্মগ্রহণ করেন, শিক্ষালাভ করেছেন তিরুবনন্তপুরমের মহাত্মা গান্ধী কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি কলেজে। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয়েছিল। তিনি তখন আরএসএস-এ যোগ দেন। উত্তর এবং মধ্য কেরালায় তিনি প্রাথমিকভাবে প্রচারক হিসেবে কাজ করতে থাকেন। সাংবাদিকতা ছাড়াও নারায়ণন একজন পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখক এবং দক্ষ অনুবাদক হিসেবে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) কে.টি. থমাস

বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) কে.টি. থমাস ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। ৩০ জানুয়ারি, ১৯৩৭-এ তিনি জন্মগ্রহণ করেন, পড়াশোনা করেছেন কোট্টায়মের সিএমএস কলেজে। ১৯৮৫ সালে তাঁকে কেরালা হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। ১৯৯৫-এ তিনি কেরালা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। মার্চ ১৯৯৬-এ তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। ২০০২ সালে সুপ্রিম কোর্ট থেকে তিনি অবসর নেন। ফৌজদারি আইন, পুলিশের সংস্কার এবং বেসরকারি পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। ২০০৭ সালে তাঁকে পদ্ম ভূষণ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল।

পদ্ম ভূষণ

ডঃ বিজয় অমৃতরাজ

ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় ডঃ বিজয় অমৃতরাজ ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে চেন্নাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ বছর বয়সে তিনি ভারতের জুনিয়র বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করতে শুরু করেন। তাঁর খেলোয়াড় জীবনে তিনি অসংখ্য স্মরণীয় জয়ের সাফল্য অর্জন করেছেন এবং ভারতীয় ক্রীড়া জগতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৮৩ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০০২ সালে তাঁকে ইন্টারন্যাশনাল টেনিস হল অফ ফেম-এ সম্মানিত করা হয় এবং তাঁকে আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশনের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'গোল্ডেন অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' দিয়ে সম্মানিত করা হয়। বিভিন্ন মঞ্চে তিনি তাঁর ভাবনাচিন্তা তুলে ধরে থাকেন এবং ভারতের উৎকর্ষতা, অখণ্ডতা ও মূল্যবোধের পক্ষে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

ডঃ এসকেএম. মাইলানন্দন

ডঃ এসকেএম. মাইলানন্দন হলেন, এসকেএম গ্রুপ অফ কোম্পানিজ-এর কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান। তিনি একজন বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোগী, বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা এবং ক্রেতা অধিকার সুরক্ষা কর্মী। নিঃস্বার্থ সেবা এবং বিশ্বজুড়ে যোগ ও ধ্যানকে তুলে ধরার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৪৫-এর ১৮ মে, তামিলনাড়ুর ইরোড জেলায় জন্মগ্রহণ করেন ডঃ মাইলানন্দন। তিনি শুধুমাত্র বিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনা করেছেন। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত উভয়েরই স্ব-নিযুক্তির উদ্যোগ নেন তিনি এবং সারা বছর ধরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে থাকেন। কৃষকদের পণ্যের বাজার ও মূল্য নিয়ে তিনি পড়াশোনা করতে থাকেন এবং পোল্ট্রি রোগের মোকাবিলায় অসংখ্য সেমিনার ও সভার আয়োজন করেন। সামাজিক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৩ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পদ্ম ভূষণ

মামুট্টি

মামুট্টি নামে পরিচিত মহম্মদ কুট্টি পানাপরমবিল ইসমাইল একজন ভারতীয় অভিনেতা এবং প্রযোজক। দক্ষিণ ভারতীয় ছবিতে তিনি অভিনয় করে থাকেন, মূলত মালয়ালম চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৫১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মামুট্টির জন্ম, কৃষক পরিবারে তাঁর বেড়ে ওঠা, কৃষি এবং গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তিনি গভীরভাবে যুক্ত। ৫ দশকের অভিনয় জীবনে তিনি ৪০০টির বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে বেশিরভাগই মালয়ালম ছবি। তবে তামিল, তেলুগু, কন্নড়, হিন্দি এবং ইংরেজি ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন। ভারতীয় সিনেমা জগতে তাঁকে অন্যতম বড় অভিনেতা হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি নানাবিধ মানবিক কাজকর্ম এবং গোষ্ঠী উন্নয়নের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। চলচ্চিত্র এবং শিল্পকলা জগতে অবদানের জন্য ১৯৯৮ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

ভেল্লাপ্পল্লি নটেসন

ভেল্লাপ্পল্লি নটেসন একজন উল্লেখযোগ্য সামাজিক নেতা এবং কেরালার এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি হলেন, শ্রী নারায়ণ ধর্ম পরিপালন (এসএনডিপি) যোগম-এর সাধারণ সচিব এবং শ্রী নারায়ণ ট্রাস্টের সচিব। ১৯৩৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর কেরালার আলাপ্পুঝা জেলার কানিচিকুলাঙ্গারায় তাঁর জন্ম। কালক্রমে তিনি অনগ্রসর শ্রেণীর সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নে একজন উল্লেখযোগ্য নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি এসএনডিপি যোগম আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করেন, যা ১৯০৩ সালে শ্রী নারায়ণ গুরু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৯৬ সাল থেকে এই সংগঠন তৃণমূল স্তরে প্রসারিত হতে থাকে এবং এক আধুনিক আর্থ-সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়। তাঁর কার্যকালে এর শাখার সংখ্যা ৩০০০ থেকে বেড়ে ৬০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। নটেসন শাখাস্তরে পারিবারিক ইউনিটও চালু করেন এবং সংগঠনকে প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দেন।

ডাঃ দত্তাত্রেয়ডু নোরি

ডাঃ দত্তাত্রেয়ডু নোরি হলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ক্যানসার বিশেষজ্ঞ, একজন অগ্রগণ্য চিকিৎসক এবং একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী। তাঁর ৪ দশকের বেশি পেশাগত জীবনে তিনি বিশ্ববিখ্যাত নিউ ইয়র্কের কর্নেল মেডিক্যাল সেন্টারের প্রফেসর, চেয়ারম্যান এবং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। ক্যান্সার রোগের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য তাঁর বিশেষ খ্যাতি রয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে অনেক রোগীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন তিনি। তাঁর চিকিৎসায় আরোগ্যের হারও অনেক বেশি। ক্যান্সার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় ডঃ নোরি বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা ভাগ করে চলেছেন। মেডিসিনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য ২০১৫ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করে ভারত সরকার।

শিবু সোরেন (মরণোত্তর)

“দিশম গুরু” নামে পরিচিত শিবু সোরেন হলেন একজন বিশিষ্ট আদিবাসী নেতা, সমাজ সংস্কারক এবং ভারতে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের অন্যতম প্রধান স্থপতি। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মর্যাদা, পরিচয়, ন্যায় এবং স্ব-শাসনের দীর্ঘকালীন আশা-আকাঙ্ক্ষার পক্ষে তিনি তাঁর রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। জল, বনভূমি এবং জমির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি এক নৈতিকতার প্রতিমূর্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯৪৪ সালের ১১ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ডের রামগড় জেলার নেমরা গ্রামে এক সাধারণ সাঁওতাল আদিবাসী পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি ৩ বার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রীর দায়িত্বও সামলেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে শিবু সোরেন শুধুমাত্র একজন রাজনীতিবিদ নন, প্রতিরোধ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার রক্ষাকর্তা। আদিবাসীদের অধিকার, সামাজিক ন্যায়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর স্থানীয়দের অধিকার রক্ষার পক্ষে তিনি বরাবরই সরব হয়েছেন। ৪ অগাস্ট, ২০২৫-এ তিনি প্রয়াত হন।

অলকা ইয়াগনিক

অলকা ইয়াগনিক হলেন একজন ভারতীয় নেপথ্য সঙ্গীত শিল্পী। দীর্ঘ ৪ দশকের বেশি সময়ের সঙ্গীত জীবনে তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর, শৈল্পিক উৎকর্ষতা এবং অবিচল নিষ্ঠা ভারতীয় সিনেমা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রভূতভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর মা শুভা ইয়াগনিকের তত্ত্বাবধানে তিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নিতে শুরু করেন। ১৯৬০ সালের ২০ মার্চ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন অলকা ইয়াগনিক। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ওপর তাঁর দক্ষতার ভিত্তিকে হাতিয়ার করে তিনি সঙ্গীত জগতে তাঁর যাত্রা শুরু করেন, যা তাঁর শৈল্পিক সংবেদনশীলতাকে এক স্বতন্ত্র পরিচয় এনে দিয়েছিল। ইউটিউবে একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পী হলেন ইয়াগনিক। ভারতীয় সঙ্গীতজগতে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সাফল্য এবং দশকের পর দশক ধরে তাঁর জনপ্রিয়তা তাঁকে একজন অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

গোটা অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য এই কোডটি স্ক্যান করুন

ভারত

দক্ষিণ বিশ্বের আশা-আকাঙ্খা ও প্রত্যাশার জোরালো কণ্ঠস্বর

সরকারের নীতি এবং দূরদর্শী নেতৃত্ব বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তি পাল্টে দিয়েছে। আজ ভারত শুধু নিজের নয়, 'দক্ষিণ বিশ্ব'-এর জোরালো কণ্ঠস্বর। জি-৭ শিখর সম্মেলনে টানা ৮ বার আমন্ত্রণ পাওয়া বিশ্বের আঙিনায় ভারতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের প্রমাণ। ১৩ থেকে ১৮ জুন জি-৭ শিখর সম্মেলন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্স এবং তারপর রাষ্ট্রীয় সফরে স্লোভাকিয়া গেলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সহ বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে উঠে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ নানা প্রসঙ্গ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বব্যাপী সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা এবং বিশ্বের সামনে থাকা গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

এই সফরে প্রধানমন্ত্রী VivaTech 2026-এও অংশ নেন, যা ইউরোপের বৃহত্তম প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন বিষয়ক আয়োজন। সেখানে ভারত তার সর্ববৃহৎ জাতীয় প্যাভিলিয়নের আয়োজন করে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমান্যুয়েল ম্যাক্রোঁ Emmanuel Macron 'India Innovates' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী প্যারিসে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের

> **জি-৭-এর মূলধন, ভারতের প্রতিভা এবং গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর অংশীদারিত্বকে একত্রিত করে আমরা সংযোগ ও বাণিজ্য ত্বরান্বিত করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ—International Mobilisation Partnership for Accelerating Connectivity and Trade (IMPACT)—গঠনের কথা বিবেচনা করতে পারি। এর লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন করিডর তৈরি করা, যা বাণিজ্য, প্রযুক্তি, জ্বালানি এবং সুযোগের নতুন দিগন্তকে একসূত্রে যুক্ত করবে।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম স্লোভাকিয়া সফর

১৯৯৩ –এ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর ভারত ও স্লোভাকিয়ার সম্পর্কে নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। ‘ভারত – স্লোভাকিয়া যৌথ অর্থনৈতিক কমিটি’-কে আরও জোর দার করে তুলতে একটি সমঝোতায় পৌঁছনো গেছে। দু-দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান সংযোগ গড়ে তোলা নিয়েও কথা হয়েছে। দুই নেতা শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রসারের কথা বলেছেন।

অর্ডার অফ দ্য হোয়াইট ডবল ক্রস, ফার্স্ট ক্লাস

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্লোভাকিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান ‘অর্ডার অফ দ্য হোয়াইট ডবল ক্রস, ফার্স্ট ক্লাস’ –এ ভূষিত করেন সেদেশের প্রেসিডেন্ট পিটার পেলিগ্রিনি। এই সম্মানকে ১৪০ কোটি ভারতবাসীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

এপর্যন্ত ৩৪ টি দেশ প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছে।

মডেল তুলে ধরেন, যা ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস’ নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ফ্রান্সের আভিয়াঁতে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে তিনি এই উন্নয়ন দর্শন এবং বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী সুষম এবং ধারাবাহিক বিকাশ সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভায় ভাষণ দেন। এছাড়াও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভাতেও তিনি বক্তব্য রাখেন। জি-২০ সভাপতিত্ব কালে এক বিশ্ব এক পরিবারের ওপর জোর দিয়েছে ভারত। ভারত – পশ্চিম এশিয়া – ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডরের ধারণার মধ্যেও তারই প্রতিফলন রয়েছে। এর উদ্দেশ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনাকে জোরদার করা। বিভিন্ন জায়গায় সংঘাত দক্ষিণ বিশ্বের দেশগুলির ওপর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব

এপর্যন্ত ৩৪ টি দেশ প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চলাকালীন স্লোভাকিয়ার স্বাধীনতার লড়াইয়ে যে সৈনিকরা অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

ফেলে থাকে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এর মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সমন্বয়ে জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির উচিত উন্নয়নশীল দেশগুলির পাশে থাকা। তিনি”IM-PACT” নামে একটি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার কথা বলেছেন।

‘ইন্ডিয়া ইনোভেটস ২০২৬’ সমারোহে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমান্যুয়েল ম্যাক্রোঁ নিস-এ ‘ইন্ডিয়া ইনোভেটস ২০২৬’ সমারোহের উদ্বোধন করেন। সেখানে যোগ দেয় ভারতের বিভিন্ন ডিপ-টেক স্টার্টআপ সংস্থা। ছিলেন বিশেষজ্ঞরা এবং বিশ্বের প্রায় ৩৫০ টি বড় ইনোভেশন ফান্ডের প্রতিনিধিরা। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, স্টার্টআপ সংস্থাগুলির উচিত ব্যবসার পাশাপাশি মানবকেন্দ্রিক উদ্যোগেও সামিল হওয়া। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, সেমি-কনডাক্টর, জৈব প্রযুক্তি, মহাকাশ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত স্টার্টআপের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আলাপচারিতায় যোগ দেন।

গোটা অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য এই কোডটি স্ক্যান করুন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠক

জি-৭ শিখর সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক এবং আন্তর্জাতিক নানা প্রসঙ্গ উঠে আসে। হরমুজ প্রণালী অবাধ রাখা এবং নাবিকদের নিরাপত্তার ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পশ্চিম এশিয়ায় সুস্থিতি ফেরাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে ওয়াশিংটনে বৈঠকের পর প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, আধুনিক প্রযুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার অগ্রগতিও তারা পর্যালোচনা করেন। ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার গতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন তারা। দু-দেশের পক্ষেই সুবিধাজনক সমঝোতা গড়ে তোলায় উদ্যোগী হতে নিজের নিজের দেশের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন দুই নেতা।

এই “ইন্টারন্যাশনাল মবিলাইজেশন পার্টনারশিপ ফর অ্যাক্সিলারেটিং কানেক্টিভিটি অ্যান্ড ট্রেড” অংশীদারিত্ব গড়ে উঠবে জি-৭ মূলধন, ভারতীয় দক্ষতা এবং দক্ষিণ বিশ্বের মালিকানার সমন্বয়ে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ফরাসী প্রেসিডেন্ট ইমান্যুয়েল ম্যাক্রোঁর বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা নিয়ে কথা হয়। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আগামী ৫ বছরে দ্বিগুণ করার পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্প রেল, উড়ান প্রভৃতি ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির কথা বলেন তাঁরা। দুই নেতা মহাকাশ ক্ষেত্রে বেসরকারী অংশগ্রহণ এবং ‘হরাইজন ২০৪৭ রোডম্যাপ’ অনুযায়ী প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনার পালে হাওয়া লাগানোর কথা বলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে, কানপুরে একটি এয়ারোনটিক্স উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। ফ্রান্সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতে ক্যাম্পাস খোলার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এছাড়াও লোথালে ন্যাশনাল মেরিটাইম হেরিটেজ কমপ্লেক্স সহ দুদেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালার মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা প্রসারের কথা বলেছেন দুই নেতা। ইউক্রেন এবং পশ্চিম এশিয়া নিয়েও তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

ভারত – সেশেলস বন্ধুত্বের সুবর্ণ জয়ন্তী

ভারত – সেশেলস কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেশেলস সফর করেছেন। সেশেলস, ভারতের এক প্রধান সামুদ্রিক প্রতিবেশী এবং ভারত মহাসাগরে ভারতের কৌশলগত অংশীদার। প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রী মোদী সেশেলসের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি'তে ভাষণ দিয়েছেন। সেশেলসের জাতীয় দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী দু'দেশের সুগভীর বন্ধনকে এক নতুন উচ্চতায় উত্তীর্ণ করেছেন।

সেশেলস সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী সেদেশের রাষ্ট্রপতি ডঃ প্যাট্রিক হার্মিনির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, ডিজিটাল রূপান্তর, সুস্থিত উন্নয়ন, সামাজিক পরিকাঠামো, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়।

‘গার্ডিয়ান অফ দ্য ব্লু হরাইজন’ – এ সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী মোদী

সেশেলসের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রেসিডেন্টস স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড ‘গার্ডিয়ান অফ দ্য ব্লু হরাইজন’ – এ সম্মানিত করেছেন। পরিবেশ-বান্ধব ক্ষেত্রে নেতৃত্বদান, উন্নয়নশীল দেশগুলির কণ্ঠস্বর তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান এবং সমুদ্র অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তাঁর সুদীর্ঘ অবদানের জন্য শ্রী মোদীকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ, সুস্থিত উন্নয়ন প্রয়াস এবং অভিন্ন অগ্রাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে সেশেলস ভারতের ভূমিকাকে কতটা গুরুত্ব দেয়, তা এই সম্মাননা প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

সেশেলসের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেশেলসের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী, যিনি সেশেলসে জাতীয় দিবস উদযাপনে যোগ দিলেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জাতীয় প্যারেডে ভারতীয় সেনাবাহিনী অংশগ্রহণ করে।

সফরের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ...

- দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত ও সেশেলসের মধ্যে সংযোগ আরও বাড়ানো হবে।
- ডিজিটাল জনপরিকাঠামো ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতা ভারত সেশেলসের সঙ্গে ভাগ করে নেবে।
- সেশেলসের সিভিল সার্ভেন্টদের প্রশিক্ষণে সহায়তা করবে ভারত।
- ‘জন ঔষধি’ নিয়ে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরফলে, সেশেলসের মানুষজন সাশ্রয়ী মূল্যে গুণমানসম্পন্ন ওষুধ পাবেন।
- মহাকাশ ক্ষেত্রে দুই দেশ একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সেশেলসের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি’তে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেশেলসের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি’তে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ‘২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রথম এই দেশেই এসেছিলাম। সেটাই ছিল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার প্রথম আফ্রিকা সফর। ভারত মহাসাগরীয় ক্ষেত্রে সেশেলস ভারতের কাছে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। সেজন্য আমি এখানে এসেছিলাম। আজ যখন এক দশক পর আবার আমি এখানে এসেছি, তখন সেই চিন্তাভাবনা আরও শক্তিশালী হয়েছে”। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ৫০ বছর আগে ভারত ও সেশেলসের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা হলেও দু’দেশের বন্ধুত্বের সূত্রপাত তার ঢের আগে। ১৭৭০ সালের অগাস্ট মাসে ৫ জন ভারতীয় টেলিম্যাক জাহাজ থেকে এখানকার সেন্ট অ্যানি দ্বীপে নেমেছিলেন। সেই পথ অনুসরণ করে পরবর্তীকালে আরও বহু ভারতীয় এদেশে আসেন।

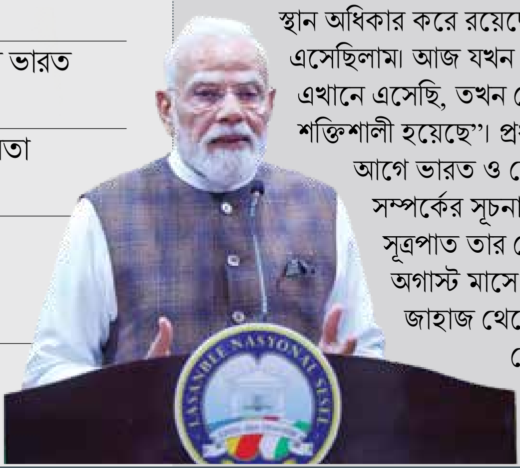

সেশেলস’কে ভারতের উপহার					
	দ্রুতগতির একটি ইন্টারসেপ্টর টহলদারী জলযান	সেশেলসের প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ১০টি ইউটিলিটি ভেহিকেল এবং ৫টি লেসার রেডিয়াল ক্লাস বোট	৬ টি অ্যাম্বুলেন্স	৫০০ টন চাল	৮,৫০০ টন সিমেন্ট

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মাদক পাচার ও জলদস্যুতার মতো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী নিয়েও তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সেশেলসের উন্নয়নে ভারতের সমর্থনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। ভারত ও সেশেলসের কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি উপলক্ষ্যে দুই নেতা যৌথভাবে একটি স্মারক লোগোর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পুরো কর্মসূচিটি দেখতে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

খেলাধুলায় মহিলাদের স্বর্ণযুগ

খেলো ইন্ডিয়া' থেকে বিশ্বমঞ্চে

ভারত যে আজ রূপান্তরিত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, তার সবথেকে ভালো প্রমাণ মেলে খেলাধুলার আঙিনায়। সমস্ত প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে মহিলা ক্রীড়াবিদরা আজ যে কেবল আন্তর্জাতিক মঞ্চে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকার গৌরব বাড়িয়ে তুলছে তাই নয়, লক্ষ লক্ষ তরুণ ভারতীয়কে বড় মাপের স্বপ্ন দেখতে উজ্জীবিত করছে। অলিম্পিকের পোডিয়াম থেকে ক্রিকেটের পিচ, ভারতের মেয়েদের সাফল্য প্রমাণ করেছে যে, দেশের গৌরব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন ভারতের 'নারী শক্তি' সকলের চেয়ে আগে।এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ভারতীয় মহিলা হকি খেলোয়াড় ও দৌড়বিদরা বিশ্বমঞ্চে দেশের সম্মান নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন...

উন্নত পরিকাঠামো, সঠিক উৎসাহদান এবং 'খেলো ইন্ডিয়া'র মতো দূরদর্শী সরকারি নীতির প্রভাব আজ দেশের ক্রীড়া চালচিত্রে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। ছোট ছোট গ্রাম ও শহর থেকে উঠে আসা মহিলা ক্রীড়াবিদরা আজ বিশ্বস্তরের প্রতিযোগিতায় ইতিহাস সৃষ্টি করছেন। সরকারের ধারাবাহিক সহায়তা এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা তাঁদের প্রতিভার বিকাশে সহায়ক হচ্ছে। এফআইএইচ হকি উইমেন্স নেশনস কাপ ২০২৬-এরস চ্যাম্পিয়ান হয়ে ভারতের মহিলা হকি দল সারা দেশকে গর্বিত করেছে। আয়োজক দেশ নিউজিল্যান্ডকে ২-০-তে হারিয়ে ভারত দ্বিতীয়বার এই ট্রফি জিতেছে।

অন্যদিকে, এশীয় অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এ ভারতের মেয়েদের ৪x১০০ মিটার রিলে টিম সোনা জিতে দেশকে গর্বিত করেছে। ৪৩.৮৫ সেকেন্ডে মরশুমের সেরা সময় করে অলিম্পিয়ান শ্রাবণী নন্দ, স্নেহা শানুভাল্লি, সুদেষ্ণা শিভঙ্কর ও তামান্না মহিলাদের ৪x১০০ মিটার রিলে ফাইনালে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। এই ঐতিহাসিক সাফল্য আবারও প্রমাণ করেছে যে সঠিক সুযোগ ও সম্পদ পেলে ভারতের মেয়েরা যে কোনো ক্ষেত্রে বিশ্বমঞ্চে তাদের ছাপ রাখতে পারে। এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভারতের হকি খেলোয়াড়রা দেশের জন্য গৌরব ও আনন্দ নিয়ে এসেছেন। এইআইএইচ হকি উইমেন্স নেশনস কাপ জেতার জন্য মহিলা হকি দলকে অভিনন্দন। গোটা প্রতিযোগিতা জুড়েই এই দল অসাধারণ খেলেছে। তাদের জন্য শুভেচ্ছা। এই জয় আরও অনেককে হকি খেলতে উৎসাহিত করবে বলে আমার আশা।

Narendra Modi
@narendramodi

2014 के बाद से हमने नीतियों के स्तर पर बड़े रिफॉर्म किए हैं। इससे रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ने के साथ ही हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी अभूतपूर्व गति से बढ़ा है।

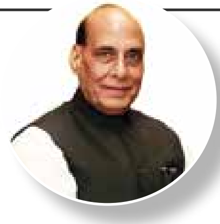

Rajnath Singh
@rajnathsingh

भारतीय सशस्त्र बल हमेशा से राष्ट्रीय एकता की प्रतीक रही हैं। यहाँ भाषा, क्षेत्र, जाति या प्रांत नहीं, बल्कि केवल राष्ट्र सर्वोपरि होता है। हमारी सेनाएँ उस अखंड भारतीय भावना का जीवंत स्वरूप हैं, जहाँ विविधता ही सबसे बड़ी शक्ति है।

Amit Shah
@AmitShah

मोदी जी के नेतृत्व में आज टेक्नोलॉजी आधारित सुशासन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ रहा है। आज गांधीनगर से 'PM फैमिली केयर ट्रैकर' (FCT) के पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। यह डैशबोर्ड विभिन्न प्रकार के डेटा को जोड़कर केंद्र व राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद परिवारों के दरवाजे तक पहुंचाएगा। साथ ही PM ई-बस सेवा को हरी झंडी दिखाई।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

सशक्त किसान, समृद्ध राष्ट्र की दिशा में एक और कदम!

🇮🇳 देश के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 23वीं किस्त आज प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने जारी की।

हुगली, पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान देश के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹18,880 करोड़ से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की गई।

Jyotiraditya M. Scindia
@JM_Scindia

Sanchar Saathi doing what it does best. Reuniting citizens with their lost/stolen handsets.

Your phone's true saathi.

#SancharSaathi

Ram Mohan Naidu Kin...
@RamMNK

The Made in India C-295 reflects a stronger aerospace ecosystem, greater opportunities for MSMEs and skilled talent, and a stronger resolve towards an Aatmanirbhar Bharat.

Register e-Zero FIRs in cyber crime cases: PM

Modi hands over patrol vessel to Seychelles for maritime security

Amazon raises India investment by $13 billion for AI, cloud infra

Emergency was a direct assault on Constitution: Modi

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Prime Minister Narendra Modi on Thursday said the Emergency was a direct assault on the Constitution, as it involved the suspension of civil liberties, curbs on freedom of expression, and the arrests of political leaders, journalists, and social workers.

In a post on X on the 51st anniversary of the imposition of the Emergency, Mr. Modi paid homage to all those who steadfastly de-

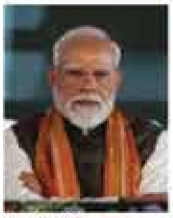

Narendra Modi

of our Constitution, we will build an India that remains ever committed to justice,

AI Reshaping Industries, Driving Innovation: PM

NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi said artificial intelligence (AI) is creating fresh avenues for productivity and innovation, and reshaping industries. Responsible and inclusive AI adoption would be crucial to the acceleration of India's emergence as a developed nation by 2047, he said in a written message read out at the inaugural ceremony of the two-day summit.

"When used responsibly and allied with human judgement, AI-powered tools can improve efficiency, strengthen compliance, enable better decision-making and help professionals deliver greater value," Modi said.

–OUR BUREAU

PM creates history with twin firsts

New Delhi: PM Narendra Modi Sunday became the first Indian PM to address Seychelles' National Assembly and was honoured with the country's first-ever "Guardian of the Blue Horizon" distinction — twin firsts on a State visit that reasserted India's position as western Indian Ocean's security and development anchor amid China's expanding presence along key sea lanes, reports **Manash Gohain**.

Hailing Modi as an embodiment of "the spirit of the Guardian of our Blue Horizon", President Patrick Herminie said the honour recognised his leadership on sustainability, the Blue Economy and ocean governance.

"I humbly accept this honour and dedicate it to all those countries that are fighting the challenge of climate change and consider envi-

সামুদ্রিক নিরাপত্তার অতন্দ্র প্রহরী

কোনো দেশের সামুদ্রিক শক্তি যত বেশি হয়, তার অর্থনৈতিক ও কৌশলগত প্রভাব ততো বৃদ্ধি পায়। ভারত এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে। এর অঙ্গ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২১ জুন আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস সংশোধক ও আইএনএস অগ্র – এই তিনটি আধুনিক যুদ্ধ জাহাজ ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এগুলি ৭৫%-এরও বেশি দেশীয় উপাদানে নির্মিত। এই রণতরীগুলি একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও অভিযান-সক্ষম নৌবাহিনী গঠনের সক্ষমতা, শক্তিশালী প্রতিরক্ষা উৎপাদন ব্যবস্থা এবং আত্মনির্ভর ভারতের প্রতি অটল অঙ্গীকারের প্রতীক...

প্রধানমন্ত্রীর পুরো কর্মসূচিটি দেখতে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

আইএনএস দুনাগিরি

- ১৭এ প্রকল্পের আওতায় নীলগিরি শ্রেণীর পঞ্চম যুদ্ধজাহাজ।
- সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র, অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ডুবোজাহাজ বিধ্বংসী অস্ত্রে সজ্জিত।
- হেলিকপ্টার ব্যবহারের সক্ষমতা এর নজরদারি ও আক্রমণের ক্ষমতাকে আরও বাড়িয়েছে।

আইএনএস সংশোধক

- বৃহৎ সমীক্ষাযান শ্রেণীর চতুর্থ যুদ্ধজাহাজ।
- অত্যাধুনিক হাইড্রোগ্রাফিক ও ওশানোগ্রাফিক ব্যবস্থায় সজ্জিত।
- সমুদ্রবক্ষে সুনির্দিষ্ট সমীক্ষা চালাতে সক্ষম, প্রয়োজনে হাসপাতাল হিসেবেও ব্যবহার করা যাতে পারে।
- হেলিকপ্টার ব্যবহারের সক্ষমতা এর বহুমুখী পারদর্শিতাকে আরও বাড়িয়েছে।

আইএনএস অগ্র

- ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ডুবোজাহাজ বিধ্বংসী রণতরী।
- এএসডাবলু-এসডাবলুসি শ্রেণীর পঞ্চম যুদ্ধজাহাজ।
- অত্যাধুনিক সোনার, টর্পেডো ও অ্যান্টি সাবমেরিন রকেটে সজ্জিত।
- ওয়াটারজেট প্রযুক্তির কারণে অত্যন্ত দ্রুতগামী।

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 JULY 16-31, 2026
RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: June 30, 2026 Pages: 46)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHER:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003